

শিক্ষক সহায়িকা

# খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর



শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত  
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

## শিক্ষক সহায়িকা

# খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

### অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

#### রচনা

রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার  
রেভারেন্ড ড. তপন রায়  
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি  
রেভারেন্ড রোয়েল মজুমদার  
নাসরিন আহমেদ  
সুইটি বৃজ্জিট গোমেজ  
শিউলী ক্লারা রোজারিও  
মোঃ ইকরামুজ্জামান খান  
মোঃ দুলাল মিঞা ভূঞা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ----- ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

সুবীর মন্ডল

চিত্রণ

কামরুন নাহার ময়না

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যৌথ মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

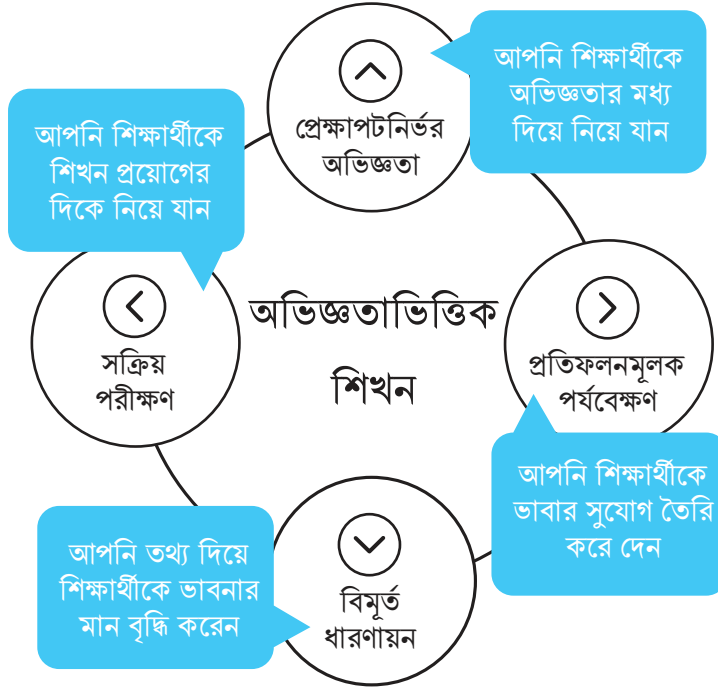
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## বিশেষ ক্ষেত্রে এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রিয় শিক্ষক, Experiential learning সম্বন্ধে আপনার পরিষ্কার ধারণা এই বইটি ব্যবহারের জন্য আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য করবে। Experiential learning- এ মোটা দাগে শিক্ষার্থীর একটি Learning cycle বা শিখন চক্রের মধ্য দিয়ে যায়, যার চারটি ভাগ আছে।

### অভিজ্ঞতা

শিখন চক্রটি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার সামনে তুলি ধরছি।



এই চক্রটি আশা করে যে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারণায়ন এবং সক্রিয় পরীক্ষণ এই চারটি ধাপে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে।

এই বইটিতে বিবৃত সেশনসমূহ শিক্ষার্থীর বইয়ে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে সহজ করে ছবি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেশনকে শিক্ষার্থীর বইয়ে “সেশন” না বলে বলা হয়েছে “উপহার”। যেমন যদি এই বইয়ে একটি সেশনের শিরোনাম হয় “সেশন নং ১”, তবে শিক্ষার্থীর বইয়ে সে সেশনের জন্য প্রযোজ্য অংশের নাম রাখা হয়েছে “উপহার ১”।

“যোগ্যতা”-কে শিক্ষার্থীর বইয়ে “যোগ্যতা” নামে রাখা হয়নি। এর পরিবর্তে প্রতিটি যোগ্যতা নাম দেওয়া হয়েছে “অঞ্জলি”। যেমন “যোগ্যতা ১” শিক্ষার্থীর বইয়ে “অঞ্জলি ১” নামে রাখা হয়েছে।

যা ১ বছরে ৬৩ শিখন ঘণ্টা বা ৫৬টি সেশনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

# সূচিপত্র

যোগ্যতা ১		
সেশন ১	ফিল্ড ট্রিপ	২
সেশন ২	পোস্টার উপস্থাপন	৪
সেশন ৩	খেলা ও অভিনয়	৫
সেশন ৪-৫	যীশু খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু	৭
সেশন ৬	এসো মুভি দেখি	১২
সেশন ৭	মুক্ত আলোচনা	১৪
সেশন ৮-৯	যন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষের প্রতি সেবা	১৫
সেশন ১০	ভিডিও দেখি	১৮
সেশন ১১-১২	ভূমিকাভিনয়	১৯
সেশন ১৩-১৪	ছবি আঁকি	২২
সেশন ১৫	যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান	২৩
সেশন ১৬	যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ	২৬
সেশন ১৭	যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন	২৯
সেশন ১৮	খেলার মাধ্যমে কুইজের উত্তর দেবো	৩২
সেশন ১৯	প্রতিবেদন উপস্থাপন	৩৪
যোগ্যতা ২		
সেশন ২০	অন্যকে জানি	৩৭
সেশন ২১	এসো নিজেকে জানি	৩৮
সেশন ২২	নিজের গুণ অন্যকে বলি	৪০
সেশন ২৩-২৫	পরিনিন্দা পরিহার করবো	৪১
সেশন ২৬-২৮	পরিনিন্দা পরিহার করার উপায়	৪৫
সেশন ২৯	একটি গল্প শোনো	৪৮
সেশন ৩০	ফুলের পাপড়িতে নিজের গুণ সাজাও	৪৯

সেশন ৩১-৩২	সহনশীলতা ও শত্রুকে ক্ষমা করা	৫১
সেশন ৩৩-৩৪	মিলেমিশে থাকা	৫৫
সেশন ৩৫-৩৬	মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করো	৫৮
সেশন ৩৭-৩৮	ভূমিকাভিনয়	৬০
যোগ্যতা ৩		
সেশন ৩৯	সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রস্তুতি	৬২
সেশন ৪০-৪১	পরিদর্শনে যাওয়া	৬৩
সেশন ৪২-৪৩	পরিদর্শন কাজের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	৬৪
সেশন ৪৪	বাইবেলে সুস্থতা লাভের ঘটনা	৬৬
সেশন ৪৫	চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল	৬৮
সেশন ৪৬	খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র	৭০
সেশন ৪৭-৪৮	উপস্থাপনের তথ্যবিবরণী	৭৪
সেশন ৪৯	ছবিতে উৎসব	৭৬
সেশন ৫০-৫১	দলগত কাজ	৭৯
সেশন ৫২	বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সহাবস্থান	৮১
সেশন ৫৩	সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি	৮২
সেশন ৫৪	মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা	৮৩
সেশন ৫৫-৫৬	সম্প্রীতি মেলা	৮৯
খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা		৯০
পরিশিষ্ট ১,২	চেকলিস্ট, অনুমতিপত্র, আমন্ত্রণপত্র	৯২-১০৩





যোগ্যতা নম্বর

১

বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা

২

সেশন সংখ্যা

১৯

এই যোগ্যতায় দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা অষ্টম শ্রেণির প্রথম শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার্থী খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, প্রথম যোগ্যতার “যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা” অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি সম্পাদনের সময় খেয়াল রাখুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনার আলোকে যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারার দক্ষতা অর্জন করে। এটাই এই যোগ্যতার মূল কামনা।

আলাদা আলাদা সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।





# প্রথম যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১-৯

পর্যন্ত



সেশন ১

ফিল্ড ড্রিপ

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, ফিল্ড ড্রিপের এই সেশনটি হবার পূর্বেই আপনার কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। বিষয়বস্তু হিসেবে আপনাকে একটি বৃদ্ধাশ্রম অথবা একটি শিশু হাসপাতাল কিংবা একটি দুস্থদের সেবা কল্যাণ সংস্থা বেছে নিতে হবে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর যে কোন একটি আপনার বিদ্যালয়ে কিংবা মিশন ক্যাম্পাসে আছে কিনা একটু জেনে নিন। যদি না থাকে তবে প্রথমই সিদ্ধান্ত নিন আপনার বিদ্যালয়ের নিকটতম দূরত্বের প্রতিষ্ঠানটি। এই সেশনটি সম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করবেন।

বছরের প্রথম সেশন হিসেবে এই সেশনটি অবশ্যই জানুয়ারী মাসে হবে। সে সময় যথেষ্ট শীত থাকবে। শীতকালের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি উপযুক্ত দিন ও সময় নির্ধারণ করুন। শীতের পোশাকের বিষয়টিও নির্দেশনায় যুক্ত করুন। পরিদর্শনের প্রতিষ্ঠানটির দূরত্ব অনুসারে যাতায়াত খরচ, কিছু হালকা খাবার ও পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের বিষয়ে পূর্বেই চিন্তা করুন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করুন।

শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাহিরে নিতে হলে শিক্ষার্থীদের বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষরকৃত অনুমতিপত্রের প্রয়োজন পড়বে। মনে রাখবেন, শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীকে শুধু বিদ্যালয়ে অবস্থানের অনুমতি দেন, এর বাইরে যেকোনো অবস্থানে শিক্ষার্থীকে নিতে হলে আপনাকে আলাদাভাবে অনুমতি নিতে হবে। এ বইটির পরিশিষ্টে একটি নমুনা ফিল্ড ড্রিপ-এর অনুমতিপত্র দেওয়া আছে। এই সেশনের পূর্বেই সময় বের করে শিক্ষার্থীদের অনুমতি পত্রটি দিয়ে দিন। স্পষ্টভাবে জানান যে, শিক্ষার্থীর বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে সেটা আপনাকে নির্দিষ্ট একটি দিনে শিক্ষার্থীরা যাতে ফেরত দেয়। হাতে কিছু সময় যেমন তিন/চার দিন নিয়ে এ কাজটি করুন।

আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফিল্ড ট্রিপ সময়কালীন শিশু তথা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা। এ সংক্রান্ত ফিল্ড ট্রিপ নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে। লক্ষ্য করুন, এ যাচাই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, তাই ফিল্ড ট্রিপ চলাকালীন নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। ফিল্ড ট্রিপ শেষে শিক্ষার্থীর নিরাপদভাবে ঘরে ফেরার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করুন।

কোনো শিক্ষার্থী যদি হইল চেয়ার ব্যবহারকারী হয় অথবা তার দৃষ্টিসংক্রান্ত কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে তবে সে শিক্ষার্থীর ফিল্ড ট্রিপ-এ সুন্দরভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী ফিল্ড ট্রিপ-এ যেতে অপারগ হয় তবে তাদের শ্রেণিকক্ষে কীভাবে এই অভিজ্ঞতাটি খানিকটা অর্জন করানো যায় সে বিষয়েও ভাবুন (যেমন হতে পারে আপনি ফিল্ড ট্রিপ-এর বর্ণনা বললেন এবং ছবি দেখালেন)।

যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের জন্য যাবেন, সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করুন। সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি জেনে নিন। উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে সম্পূর্ণ ফিল্ড ট্রিপটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য যা যা করণীয় এবং ফিল্ড ট্রিপের সময় শিক্ষার্থীদের যা যা পালনীয় এরূপ কিছু নির্দেশনা ও কাজের তালিকা আগেই প্রস্তুত করুন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

সময়মত সকলে সমবেত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বছরের প্রথম সেশন হিসেবে সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরিচয় জানুন ও তাদের পরিবারের খোঁজখবর নিন। দূরের যাত্রা হলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা দিয়ে যাত্রা শুরু করুন। যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত নির্দেশনাগুলো পাঠ করে শুনান। তাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে, এই পরিদর্শনের সময় সব কিছু ভালোভাবে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে এবং নোট করতে হবে।

### পরিদর্শন

প্রতিষ্ঠানটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। এখানে কারা কারা থাকে, কারা পরিচালনা করে তা বলুন। সকল শিক্ষার্থীদের দিকে নজর রাখুন, সবাই যেন এই অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল রাখুন। সংখ্যায় বেশী হলে দলে ভাগ করে দিন। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করুন এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।

যদি বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন করেন, তবে বৃদ্ধ মানুষদের কাছে তাদের নিয়ে যান। বৃদ্ধরা আশ্রমে কেমন আছেন তা প্রশ্ন করুন। তাদের মনের ও দৈহিক কষ্টের কথাগুলো শিক্ষার্থীরা শুনতে পেয়েছে কিনা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন “তোমাদের বাড়িতে কি কোনো বৃদ্ধ মানুষ আছেন? তাদের সাথে কি তোমরা কথা বলো? তাদের কি তোমরা যত্ন নাও? ইত্যাদি।

যদি শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেন, তবে শিশুদের কাছে যান। তাদের অসুস্থতা জানতে চেষ্টা করুন। তাদের দৈহিক কষ্টের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন তারা কি কখনও অসুস্থ হয়েছে? হাসপাতালে ভর্তি ছিল? অসুস্থ থাকাকালে বা হাসপাতালে অবস্থানকালে তাদের কেমন লেগেছে? ইত্যাদি।

যদি দুস্থদের কল্যাণ সংস্থা পরিদর্শন করেন, তবে তাদের হৃদয়ের ব্যথা ও মনের কষ্টের কথা জানতে চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন তারা কি গরিবদের বা ভিক্ষুকদের কখনও সাহায্য করেছে? করে থাকলে তাদের অনুভূতি কেমন ছিল? সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে না থাকলে তাদের বলুন পৃথিবীতে কত মানুষ এভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তোমাদের কেমন লেগেছে? এই মানুষদের দেখে তোমার পরিবারের কোন্ ঘটনা মনে পড়েছে? তোমাদের পরিবার বা প্রতিবেশীরা কেমন আছে? মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণার শেষ নেই। তোমরা কি জানো আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টও মানুষের পাপের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন? তোমাদের পরবর্তী সেশনে এই বিষয়ে আরও জানবে। আজকের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা পরবর্তী সেশনে কিছু দলগত কাজ করবো।

## শেষ

পরিদর্শন সমাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সকল শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। সফল পরিদর্শনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী প্রার্থনা করুন এবং সবার শুভ কামনা করে বিদায় নিন।



সেশন ২

## পোস্টার উপস্থাপন

### প্রস্তুতি

সিদ্ধান্ত নিন যে, শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে ও তাদের দলের প্রতিনিধি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের কী পুরস্কার দিবেন, তাও ঠিক করুন। মনে রাখবেন শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কোনোভাবেই ভঙ্গ করবেন না। আপনি যদি বলে থাকেন যে পুরস্কার দিবেন, তবে তাই করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। বিদ্যালয়ের বাজেট বা অর্থসংস্থান বিবেচনা করে দেখুন কী পুরস্কার নির্বাচন করা যায়। পুরস্কার হতে পারে যীশুর ছবি বা পোস্টার বা বাইবেলের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত সচিত্র গল্পের বই – সবগুলোই অপেক্ষাকৃত সুলভ।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। গীতাবলী/খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/ধর্মগীত থেকে একটি ধন্যবাদের গান গেয়ে সেশন শুরু করুন।

## প্রস্তাবিত গান

জীবন দিয়েছ জীবননাথ, বিশ্ব দিয়েছ বিশ্বনাথ  
 জীবনানন্দে বিশ্ব ব্যাপিয়া জানাই তোমারে ধন্যবাদ।।  
 দেহের ক্ষুধা মিটাতে দিয়েছ সৃষ্টি সুধার অশেষ দান।  
 আপন তনয় দিয়েছ প্রভু সাধিতে আত্মার পরিত্রাণ  
 জীবনানন্দে বিশ্ব ব্যাপিয়া জানাই তোমারে ধন্যবাদ।। (গীতাবলী ৫৩৫)

## শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের বলুন, পরিদর্শনে তোমরা মানুষের জীবনে নানা রকম দুঃখ, যন্ত্রণা এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্ট দেখেছ। মানুষের জীবনে এরূপ আর কী কী দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আছে? এই কষ্টগুলোর পিছনের কারণ কী? মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিগুলি কেমন? এরূপ প্রশ্ন গুলো নিয়ে দলে নিজেরা আলোচনা করো এবং তাদের দুঃখ-কষ্টগুলো তালিকাবদ্ধ করো। তালিকাটি একটি পোস্টার পেপারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। স্পষ্টভাবে বলুন উপস্থাপনায় কী কী তাদের বলতে হবে অর্থাৎ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, দলের পরিচয়, বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও ধন্যবাদ প্রদান। শিক্ষার্থীদের তাদের উপস্থাপনা প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন। ক্রমানুসারে প্রতিটি দল উপস্থাপন করবে। শুনতে বা বলতে যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের মৌখিক উপস্থাপনের বদলে লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানান। তাদের বলুন যে আগামী সেশনে তারা দুঃখ-কষ্ট ও যাতনাভোগের ধারণার উপর একটি নতুন কাজ করবে। তাদের শুভ কামনা করে বিদায় নিন।



সেশন ৩

## খেলা ও অভিনয়

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের দলগত উপস্থাপনার তালিকা থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কিছু ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্টের করুণ অবস্থা কয়েকটি ছোট কার্ডে লিখুন। নাম গুলো হতে পারে দৈহিক অসুস্থতা (দৈহিক বিকলাঙ্গতা ও দূরারোগ্য ব্যাধি) বা মানসিক কষ্টের (অভাব, দূরত্ব বা হারানোর বেদনা) বাস্তব অবস্থা। কার্ডের সাইজ হতে পারে ২ X ৩ ইঞ্চি। একটি নমুনা দেওয়া আছে, দেখুন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে কার্ডের সংখ্যা হতে পারে। চেষ্টা করুন সকল শিক্ষার্থীর হাতে যেন কার্ডগুলো যায়।

## কার্ডের নমুনা ছবি

### কাজের পরিকল্পনা

কার্ডে উল্লেখিত তালিকা অনুসারে মানুষের করুন অবস্থার কোনটি হয়তো একক, আবার কোনটি হয়তো দলগত অভিনয় করতে হতে পারে। তাই কার্ডগুলোর একেকটি কার্ড একেকজন বা একেক দলকে দিবেন যেন তারা অভিনয়ের মাধ্যমে কার্ডে উল্লেখিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার বাস্তব অবস্থাগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।

বিশেষ উদ্দেশ্য হলো, কোনো শিক্ষার্থী যদি হইল চেয়ার ব্যবহারকারী হয় অথবা তার দৃষ্টিসংক্রান্ত কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে, যারা ফিল্ড ট্রিপে যেতে পারেনি, মানুষের বাস্তব অবস্থা সরাসরি অভিজ্ঞতা করার সুযোগ পায়নি, এই অভিনয় থেকে তারা কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করার এবং বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পাবে।

### বাস্তবায়ন

#### শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। একটি ছোটো প্রার্থনা দিয়ে সেশনটি শুরু করুন।

#### Play-Based Activity-টা শিক্ষার্থীদের জানানো

শিক্ষার্থীদের হাতে কার্ডগুলো দিয়ে কাজটি বুঝিয়ে দিন। তাদেরকে একক কিংবা দলগতভাবে কার্ডে উল্লেখিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, যা তারা ফিল্ড ট্রিপ পরিদর্শনে অভিজ্ঞতা করেছে এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে তালিকা করে পর্যবেক্ষণ করেছে, তারই বাস্তব অবস্থাগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।

#### মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের আচরণ যাচাই-তালিকা-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করুন। একটি নমুনা আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে তাদের কেমন লেগেছে? মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তাদের কেমন লাগে? তারা কি কেউ কখনও দুঃখী, অসুস্থ বা অভাবী মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। তখন তাদের কেমন লেগেছে? তাদের প্রশ্ন করুন, যন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষ দেখে কখনও কি তোমাদের খারাপ লেগেছে? তোমরা কি কখনও মানুষের করুণ অবস্থা দেখে কান্না করেছো? তোমরা কি কখনও কারও দুঃখে চোখের জল ফেলেছ? তাদের প্রশ্ন করুন, যীশুর দুঃখ-কষ্ট ও যাতনাভোগ সম্বন্ধে তোমরা কি আগে কিছু শুনছ? তোমরা কি যীশুর ক্রুশ দেখেছ? তোমরা কি কখনও ক্রুশের ধ্যান করেছ? শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনুন, তাদের মনে যে প্রশ্ন জাগে তা বলতে উৎসাহিত করুন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন। তাদের আবেগ-অনুভূতি লক্ষ্য করুন।

#### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভ কামনা করে বিদায় নিন।



সেশন ৪-৫

## যীশুখ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু

### প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল নিয়ে যেতে চেষ্টা করুন। ভিডিও বা অনলাইন রিসোর্স প্রদর্শনের জন্য অনলাইন ও অডিওভিজুয়াল সামগ্রী যাচাই তালিকা অনুসরণ করুন।

### বাস্তবায়ন

#### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

#### বাইবেল থেকে পাঠ

এবার প্রদত্ত বিষয়বস্তু ও বাইবেলের বিশেষ অংশটুকু এই সেশন এবং পরবর্তী সেশন ধরে শিক্ষার্থীদের জানান। লক্ষ্য করুন, নিচের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয় পড়ে শোনানোর প্রয়োজন নেই এবং তাদের সামনে এই বইটি হাতে ধরে পড়ে শোনানো থেকে বিরত থাকতে পারলে ভালো হয়। নিচের বিষয়বস্তু আপনি পড়ুন, অতঃপর নিজের মতো করে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে, প্রশ্ন করে, অর্থপূর্ণ কোনো ভাবনা মিলিয়ে নিজের মতো করে বিষয়বস্তুটুকু শিক্ষার্থীদের জানান। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, এই বিষয়বস্তুর একটি সরলীকৃত এবং সচিত্র সংস্করণ শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া আছে।

আরেকটা কথা, ২টি সেশনে টানা বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য বৈচিত্র্যহীন লাগতে পারে। তাই কোনো এক সময় ভিন্ন কোনো উপায়ে বিষয়বস্তুর কোনো অংশ ভিডিও বা এনিমেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জানাতে পারেন।

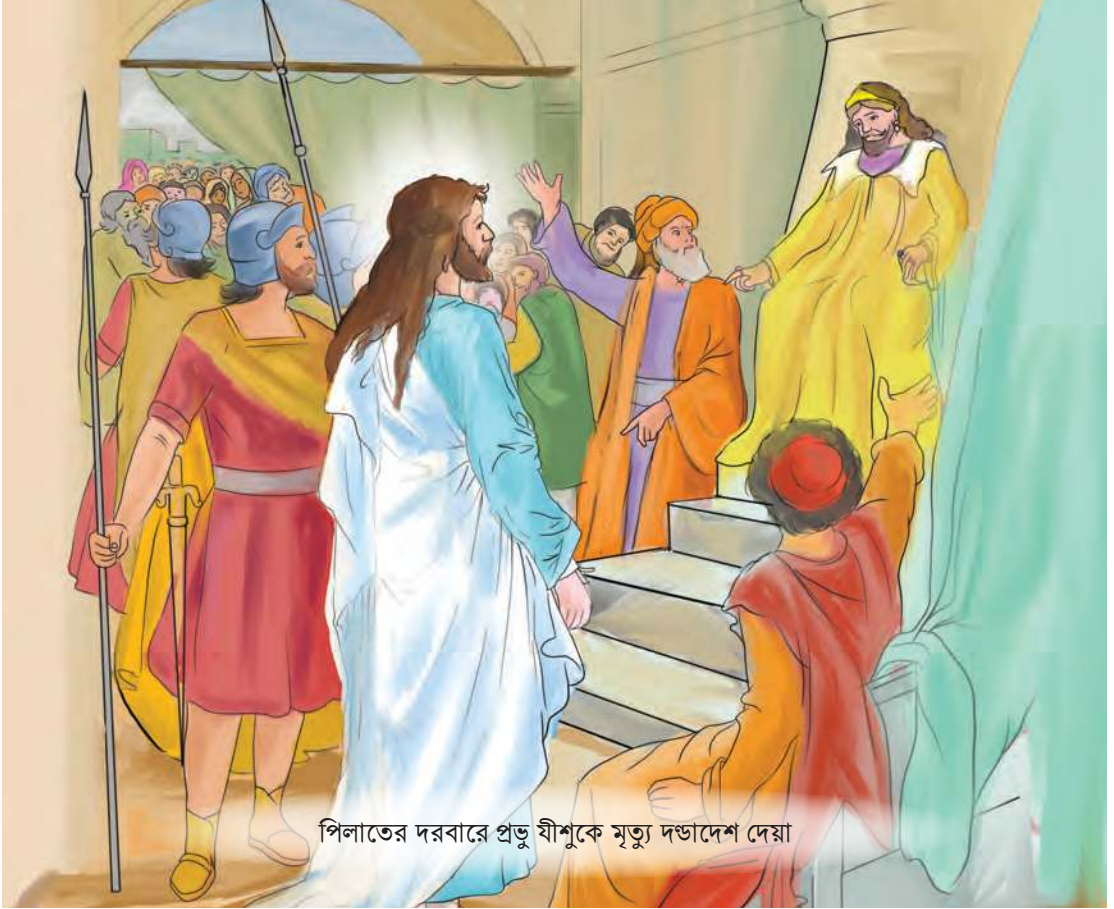
### যীশুকে ক্রুশে গাঁথে দেওয়া হল

মথি ২৭:৩২-৩৮

‘সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তারা সামনে দেখতে পেল সাইরিনির একজন লোককে, যার নাম সিমোন। তাকে তারা যীশুর ক্রুশখানি বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। যখন তারা গলগথা অর্থ্যাৎ খুলিতলা ব’লে পরিচিত একটি জায়গায় এসে পৌঁছল, তারা তখন যীশুকে পিত্তি-মেশানো দ্রাক্ষারস খেতে দিল, কিন্তু একটু চেখে দেখার পর তিনি তা খেতে চাইলেন না। তারা এবার তাকে ক্রুশে গাঁথে দিল। তারপর দান চেলে তাঁর জামাকাপড় তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। তারপর সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিফলকটি তাঁর মাথার ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা ছিল: ‘এই যে ইহুদী রাজ যীশু!’ সেই সময় তাঁর



সঙ্গে দু'জন দস্যুকেও ক্রুশে দেওয়া হল - একজনকে তাঁর ডান পাশে আর একজনকে বাঁ পাশে।'



পিলাতের দরবারে প্রভু যীশুকে মৃত্যু দণ্ডদেশ দেয়া

## ব্যাখ্যা

শিক্ষার্থীরা সপ্তম শ্রেণিতে জ্ঞান অর্জন করেছে যে, যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি পুত্র ঈশ্বর। তিনি মানব জাতিকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য এ জগতে এসেছেন। কিন্তু মানুষ এত স্বার্থপর যে, তারা ঈশ্বরপুত্রকে চিনতে পারেনি বরং তাকে যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশ মৃত্যু দিয়েছে। তিনি যে বারোজন শিষ্য নিয়ে শিষ্যদল গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন যার নাম “যুদাস” তিনি যীশুকে গৎসেমানী বাগানে ধরিয়ে দিয়েছিল। আরেক জন শিষ্য, যার নাম “পিতর” তিনি যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন। যে ইহুদীদের মাঝে যীশু এত আশ্চর্য কাজ করেছেন, সেই ইহুদীরাই চিৎকার করে যীশুর ক্রুশ মৃত্যুর দাবি জানিয়েছিলো। ইহুদীদের দাবির মুখে “পিলাত” যীশুকে মৃত্যু দণ্ডদেশ দিয়েছিলেন। যীশুর কাঁধে এক ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিয়ে সৈন্যরা তাকে চাবুক মারতে মারতে কালভারীতে নিয়ে গিয়েছিল এবং “খুলিতলা” নামক স্থানে দুই জন চোরের মাঝে ক্রুশে টাঙ্গিয়েছিল। যন্ত্রণার এখানেই শেষ নয়, ক্রুশে টাঙ্গিয়ে নিষ্ঠুর সৈন্যগণ তাকে জলের পরিবর্তে তিতা খেতে দিয়েছিলেন, তার জামা-কাপড় সৈন্যরা দান চেলে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যীশুর কষ্ট হচ্ছে দেখে সাইরিনির “সিমোন” নামে একজন যীশু ভক্ত যীশুর ক্রুশ বহনে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।



আমরা যেন আমাদের মুক্তিদাতাকে তিরস্কার না করি, অবিশ্বাস না করি, অপমান না করি বরং আমরাও যেন তার মত পরিত্রাণকারী, দয়ালু, ক্ষমশীল ও সেবার মানুষ হতে পারি। সিমোন যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমরাও যেন যন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে দাঁড়াতে পারি।

## ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতি বিদ্রূপ ও অপমান

মথি ২৭:৩৯-৪৪

‘যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাঁকে যা-তা ব’লে অপমান করতে লাগলো; মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল: “মহামন্দির ভেঙে ফেলে তুই নাকি তিন দিনের মধ্যেই আবার তা গড়ে তুলতে পারিস! বেশ তো, তুই যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হোস, এখন তাহলে নিজেকে বাঁচা, ক্রুশ থেকে নেমে আয়!” প্রধান যাজকেরাও শাস্ত্রীদের ও প্রবীণদের সঙ্গে একই ভাবে উপহাস করে বলছিলেন: “ও অপরকে বাঁচিয়েছে, অথচ নিজেকে বাঁচাতে পারছে না! ও নাকি ইস্রায়েলের রাজা! দেখি, ও এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলেই ওকে আমরা বিশ্বাস করব। ও তো ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখেছে! তা ঈশ্বর যদি সত্যিই ওর জন্যে ভাবেন, তাহলে তিনিই এখন ওকে উদ্ধার করুন। ও তো বলেইছে: ‘আমি ঈশ্বরের পুত্র!’” এমন কি, যে – দু’জন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেই একই ভাবে তাঁকে বিদ্রূপ ভাষায় টিটকিরি দিচ্ছিল।’



ছবি: ক্রুশের ভাৱে যীশু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন

## ব্যাক্থ্যা

ঈশ্বর পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে টাঙ্গানো হলো। ক্রুশের উপর প্রভু যীশুর কি মর্ম যন্ত্রণা। কোনো দিকে মাথা ঘুড়ালে যন্ত্রণা কমে না বরং বাড়ে। এমন যন্ত্রণার মাঝে সৈন্যরা, প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ, সেই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ পথিকগণ এমন কি একই শাস্তি ভোগ করছে সেই দুইজন চোরও যীশুকে যা-তা বলে, নানা বিশ্রী ভাষায় তাকে বিদূপ, টিটকিরি ও অপমান করেছিলেন। যীশুর কথা দিয়েই যীশুকে আক্রমণ করেছিলেন; তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, “মহামন্দির ভেঙে ফেলে তুই নাকি তিন দিনের মধ্যেই আবার তা গড়ে তুলতে পারিস! বেশ তো, তুই যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হোস, এখন তাহলে নিজেকে বাঁচা, ক্রুশ থেকে নেমে আয়!” আসলে যীশু “মহামন্দির” বলতে দেহ মন্দিরকে এবং “তিন দিন” বলতে মৃত্যুর তিন দিন পর তার আবার ফিরে আসার কথাই বুঝিয়েছিলেন।

যীশুর ঐশ্বরিক পরিচয় না জেনে এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতা না বুঝেই যীশুকে নিয়ে তারা পরিহাস করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এ জগতে এসেছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়, বরং তিনি এসেছেন মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য, পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য, মানুষের পরিব্রাণের জন্য। হে মানব, তোমার প্রভুকে তুমি এমন যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলে!

তোমরাও কি যীশুকে কষ্ট দাও? যখন আমরা বিশ্বাসের পথে না চলি, যখন আমরা ধর্ম-কর্ম না করি, যখন আমরা অন্যের সমালোচনা করি, যখন আমরা বাইবেল পাঠ না করি, যখন আমাদের ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করি বা বিষয়গুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব-কোলাহল করি, তখন কি আমরা যীশুকে কালভেরিতে নিয়ে যাই না, তাকে কি আমরা পুনরায় ক্রুশ বিদ্ধ করি না, যীশুকে কি আমরা কষ্ট দেই না?

## যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু

মথি ২৭:৪৫-৫০

‘সেদিন বেলা বারোটা থেকে সারা দেশ ছেয়ে নামল অন্ধকার; বেলা তিনটে পর্যন্ত এমন অন্ধকারই রইল। বেলা তিনটের কাছাকাছি সময়ে যীশু জোরে চিৎকার করে উঠলেন; “এলি, এলি, লেমা সাবাখ্‌থানি!” অর্থাৎ, “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?” যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কেউ কেউ এই কথা শুনে বলল : “এখন ও কিনা এলিয়কে ডাকছে!” তাদের একজন তখনই ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে সিক্যায় তা ভাল ক’রে ভিজিয়ে নিল; তারপর একটা নলডাঁটার আগায় স্পঞ্জটা লাগিয়ে যীশুকে পান করতে দিল। কিন্তু অন্যেরা বলল : “দাড়াও! দেখা যাক, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না!” তখন যীশু আর একবার জোরে চিৎকার করে উঠলেন; তারপর তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।’



কালভেরি পর্বতে দুজন দস্যুর মাঝে ক্রুশবিদ্ধ যীশু

## ব্যাখ্যা

পিলাতের দরবারে যীশুর বিচারের পর ইহুদী ও সৈন্যরা যীশুকে মারতে মারতে কালভেরিতে নিয়ে গিয়েছিলো। তার কাঁধে ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিয়েছিলো এবং মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলো। সৈন্যরা জোর করে তার বহন করা ক্রুশের উপর শইয়ে তার দু'হাত ও দু'পা পেরেক বিদ্ধ করে বেলা বারোটার সময় যীশুকে ক্রুশে টাঙিয়েছিলো। ক্রুশে টাঙানো অবস্থায় সৈন্যরা বর্শা দিয়ে যীশুর বুকে আঘাতও করেছিলো। যেখান থেকে বের হয়ে এসেছিল রক্ত ও জল। এভাবে অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করে যীশু শুক্রবার বেলা তিনটার সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু যে দিনটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই দিনটিকে বলা হয় “পুণ্য শুক্রবার” বা “গুড ফ্রাইডে”।

ঈশ্বর পুত্রের এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে সেদিন ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতি বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অন্ধকারময় হয়েছিল। মন্দিরের পর্দাটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। যীশু ক্রুশের উপর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পূর্বে পিতা ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন, সকল অপরাধীকে ক্ষমা করেছিলেন এবং সমস্তই সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

আমাদের প্রভু যীশু কত মহাপ্রাণ। যারা তাকে এত কষ্ট দিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন। এমন মহানুভবতার পরিচয় আমরা কি এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি দেখতে পাই? যীশু ক্রুশের

উপর থেকেও আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যেন আমরাও মহানুভব হই, আমরা অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হই, আমরাও মানুষকে ভালোবাসি ও ক্ষমা করি।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় নিন।



সেশন ৬

এসো মুভি দেখি

## প্রস্তুতি

এই সেশনে মেল গিবসন-এর তৈরি “The Passion of the Christ” যীশুর যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশ মৃত্যুর মুভিটির কিছু অংশ শ্রেণিতে দেখানো হবে। সেশন শুরুর পূর্বে আপনি নিজে মুভিটি দেখে নিন। মুভিটি দেখানোর জন্য শ্রেণিতে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি নিন। অন্য শ্রেণিতে চলমান সেশনের যেন কোনো প্রকার সমস্যা না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। নিচের Link থেকে মুভিটি দেখে নিন।

ThePassionoftheChrist: <https://www.bilibili.tv/en/video/২০০৪৫৪৬০৭৪>

## বাস্তবায়ন

## শুরু

সকলকে শুভেচ্ছা জানান। একটি প্রায়শ্চিত্তকালীন গান দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

## প্রস্তাবিত গান

ঈশ্বর মানুষকে ভালবেসে নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন

আমরা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছি।

হায় হায়, কি যে ভুল করেছি মোরা নিজের পাপে নিজে মরেছি।।

যিনি এত করুণা করে পুত্রের রূপ ধরে

নশ্বর পৃথিবীতে এলেন

যিনি মানুষের পাপরাশি নিজের স্ফক্ষে লয়ে

শান্তির বাণী শোনালেন —

আমরা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছি।। গীতাবলী ৯০১

## মুভি দেখানো

শিক্ষার্থীদের এবার বসতে বলুন। এবার বলুন, “গত দুইটি সেশনে আমরা যীশুখ্রীষ্টের যাতনাভোগ এবং যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে বাইবেল থেকে পাঠ করেছি এবং কিছু ব্যাখ্যা শুনছি। এই বিষয়ে বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র পরিচালক বেশ কয়েকটি মুভি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে মেল গিবসন-এর তৈরি “The Passion of the Christ” যীশুর যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশ মৃত্যুর মুভিটির কিছু অংশ আজ তোমাদের দেখাবো। মুভিটি ইংরেজী ভাষায় তৈরি, তবে ইতোমধ্যে যেহেতু তোমরা ঘটনা জানো, তাই তোমাদের বুঝতে সমস্যা হবে না। মুভি চলাকালে যদি কোন অংশ তোমরা না বুঝো তবে প্রশ্ন করবে, যেন আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারি।” শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করুন যেন তারা মনোযোগ সহকারে মুভিটির অংশ বিশেষ দেখে।

মুভিটির অংশ বিশেষ দেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অনুভূতি জিজ্ঞেস করুন। কোন অংশ যদি তারা না বুঝে থাকে তাহলে বাংলায় বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের বোঝার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্নোত্তরের অবলম্বন নিতে পারেন।

## বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, বাড়িতে গিয়ে, যীশুখ্রীষ্টের যাতনাভোগ এবং যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে মেল গিবসন-এর তৈরি “The Passion of the Christ” দেখা মুভিটি নিয়ে পরিবারের বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে যীশুর করুণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বিষয়ে যেন আলোচনা করে। এটা জানান যে, পরবর্তী সেশনে এ বিষয় নিয়ে মুক্তালোচনা হবে।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং শুভ কামনা করে বিদায় নিন।



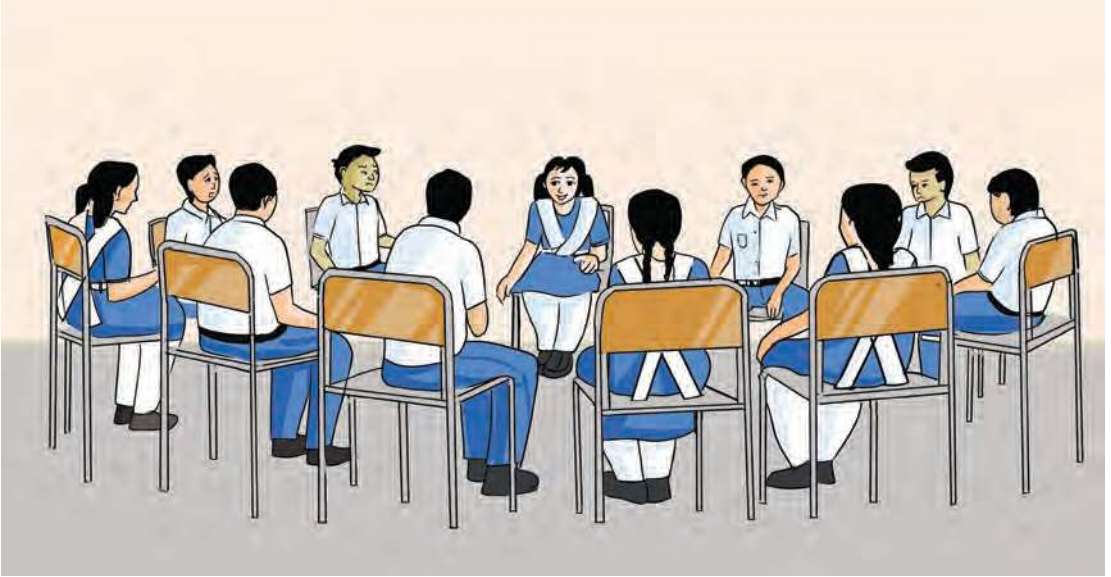


সেশন ৭

## মুক্ত আলোচনা

### প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনার জন্য এই সেশনটি পরিকল্পনা করুন। তাদের বসার বিষয়টি চিন্তা করুন। সংখ্যায় বেশি হলে এবং স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে সচরাচর যেভাবে শ্রেণিতে বসে সে ভাবেই বসতে বলুন। আর যদি সংখ্যায় কম থাকে তবে চেয়ার গোল করে সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা করুন। গোল হয়ে বসার একটি নমুনা চিত্র দেওয়া হলো।



### বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। প্রভু যীশুর শেখানো প্রার্থনা দিয়ে সেশন শুরু করুন।

### শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা

লক্ষ্য করুন, এখানে পূর্বের তিনটি বিষয়কে সমন্বয় করার চেষ্টা করবেন। প্রথমত: তাদের ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত: বাইবেল থেকে যীশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর উপর পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তৃতীয়ত: মুন্ডির অংশ

বিশেষ দেখা। শিক্ষার্থীদের কিছু সাধারণ প্রশ্ন করে আপনি শুরু করুন। দুঃস্থ ও অভাবী বলতে তারা কি বুঝে? মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট দেখলে শিক্ষার্থীদের কেমন লাগে? তাদের প্রশ্ন করুন, যীশু কেন যাতনাভোগ করেছেন? যীশু কেন ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন? পরিত্রাণের অর্থ কি? মুন্ডির অংশবিশেষ দেখে তাদের কি অনুভূতি জেগেছে?

তাদের কাছ থেকে উত্তর যাচাই করার সাথে সাথে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করুন যেন তারাও প্রশ্ন করে। তাদের ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা যেন শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার হতে পারে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন কোনো দ্বন্দ্ব বা ভ্রান্তি না থাকে। তাদেরকে বিষয়বস্তুর গভীরে নিয়ে যান। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা যেন নৈতিকভাবে অনুভূতিপ্রবণ হয় এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করে।

মূল্যায়ন – শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন, কী কী ভাবে তারা দৈহিক ও মানসিক ভাবে কষ্টে আছে এমন লোকদের সাহায্য করতে পারে? এর জন্য সময় বেঁধে দিন ১০ মিনিট। তাদের লিখিত তালিকা নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করুন।

### মুক্ত আলোচনা নিয়ে উপসংহারমূলক বক্তব্য

উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা এবং শিক্ষার্থীদের তালিকা নিয়ে আলোচনার একটি সারমর্ম টানুন। মনে রাখুন খ্রীষ্টধর্মের মূল বিষয়বস্তুর উপরে এই সেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেশন। যদি আরও কিছু আলোচনা থাকে তবে পরবর্তী সেশনে সময় নিন। তবুও বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করুন।

### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে বিদায় নিন।



সেশন ৮-৯

## যন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষের প্রতি সেবা

### প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের বলুন, তাদের নিজ এলাকায়, পরিবারে, গ্রামে বা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে, দৈহিক বা মানসিক কষ্টে আছে এমন কোন দুঃস্থ, অভাবী বা অসহায় ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে এসব দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য করবে তার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কীভাবে সেবা, দয়া বা সাহায্য করেছে তার একটি স্বচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করতে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলুন। তাদের স্মরণ করিয়ে দিন, তাদের লিখিত প্রতিবেদনগুলো জমা দেওয়ার পূর্বে যেন



তারা বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও মতামত গ্রহণ করে। মোট কথা, উপস্থাপনায় সেবা কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের স্বচিহ্ন প্রতিবেদন যেন থাকে।

সেবা ও দয়ার কাজের উপস্থাপনাগুলো আনন্দময় করে তোলার জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ে তুলুন। প্রত্যেকজনের উপস্থাপনার পর তাদের উৎসাহিত করুন। অন্য শিক্ষার্থীদের বলুন, যেন তারাও করতালি দিয়ে তাদের সহপাঠীদের অনুপ্রাণিত করে। লক্ষ্য রাখুন, পাশের শ্রেণিতে সেশন চলতে যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শূভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন এবং সমবেত কণ্ঠে গান করুন-

#### প্রস্তাবিত গান-১

সেবা কর্ দুঃখীজনে, সেবা কর্ আত্মজনে  
সেই তোর খ্রীষ্টসেবা।।  
চোখের জলে হাহাকারে যে বসে রয় পথের ধারে  
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সেই তো তোর খ্রীষ্টসেবা।। গীতাবলী ২০৭

#### প্রস্তাবিত গান-২

ক্রুশ কাঁধে জীবন-পথে আমিও প্রভু যাবো সাথে।।

- ১। তোমার বেদনা আমিও নেবো বুকের রক্ত আমিও দেবো  
যাতনা যত তোমারি মতো নীরবে আমি সবই সবো।।
- ২। পেরেক জ্বালা আমিও পাবো ক্রুশেতে বলি আমিও হবো  
আমার প্রাণ তোমারই দান তোমাকে আমি সবই দেবো।।  
গীতাবলী ৬৫৫ (ক্যাসেট-বাগীগীতি)

### উপস্থাপন

প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজ এলাকায়, পরিবারে, গ্রামে বা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে, তার নিজের দ্বারা সেবা ও দয়ার কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা একে একে উপস্থাপন করবে। তারা কীভাবে দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র, বয়স্ক, শিশু এবং দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাক্রিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে পেয়েছে, সেবা করেছে, দয়া দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তারা উপস্থাপন করবে। এসব সেবা ও দয়ার

কাজ করতে গিয়ে তাদের অন্তরে কী অনুভূতি জেগেছে তাও তারা প্রকাশ করবে। প্রত্যেক উপস্থাপনার পর শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে সেবা করে তোমার কি ভাল লেগেছে? শিক্ষার্থী যদি “হ্যাঁ” বলে, সবাই মিলে হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করুন।

### মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।



# প্রথম যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১০-১৯

পর্যন্ত



সেশন ১০

ভিডিও দেখি

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, সেশনের প্রথমে একটি ভিডিও ক্লিপ দেখাবেন। এই ভিডিও প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থা করুন। যদি শ্রেণিকক্ষ আয়তনে ছোটো হয় তবে কম্পিউটারের মনিটর বা ল্যাপটপ ব্যবহার করুন। যদি এর কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভিডিও ক্লিপের লিংক বা ওয়েবসাইটের ঠিকানা সরবরাহ করুন যাতে তারা সেশনের ভিডিওটি ঘরে বসে দেখতে পারে।

নিচের ভিডিও লিংক ব্যবহার করুন: “The story of Jesus-Movie (১৯৭৯), যীশু খ্রীষ্টের ছবি। (BanglaDubbed বাংলাডাবড), <https://www.youtube.com/watch?v=QATjbXKdvSI>। মুভিটির সময়কাল দুই ঘন্টার, নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু দেখাবার জন্য ভিডিওটির শেষের ১৫ মিনিট হতে দেখানো শুরু করুন। এরপর যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের ভিডিও ক্লিপ শুরু করুন। নিচের ভিডিও লিংক ব্যবহার করুন: “Exclusive – The Second Coming of Jesus – Urgent,” <https://www.youtube.com/watch?v=mXZhZgPGJ3E>।

## বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শূভেচ্ছা জানিয়ে এবং প্রার্থনা করে সেশনটি শুরু করুন।

## ভিডিও প্রদর্শন

ক্লাসরুমে সাদা বোর্ড বা হোয়াইট স্ক্রিন যেখানে মাল্টিমিডিয়া প্রতিফলিত হবে সেই জায়গাটি কিছুটা অন্ধকার করে রাখুন। এইবার তাদের ভিডিওটি দেখানো শুরু করুন। ভিডিওটি দেখা শেষ হয়ে গেলে তাদের কে প্রশ্ন করুন যে তারা পরিষ্কারভাবে ভিডিওটি দেখতে ও বুঝতে পেরেছে কিনা। এরপর তাদের পরবর্তী নির্দেশনা দিন।

## নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের বলুন, যে ভিডিওটি তারা দেখেছে এবং তাদের গির্জায় বা চার্চে ও পরিবারের কাছ থেকে ইতোমধ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে বিষয়ে ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে দলগত ভূমিকাভিনয় বা নাটক করে মূল বিষয়টি উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা ভিডিওর দৃশ্যগুলোকে এবং মূল চরিত্রকে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাবে। একজন মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে কবর দেওয়া হলো, সেই মৃত ব্যক্তি আবার জেগে উঠল এবং স্বর্গে উঠে গেল। এই দৃশ্যের পর যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন ঘটবে সেই দৃশ্যপট তারা তৈরি করবে। এ ব্যাপারে কিছু সময় শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে মহড়া দিতে বলুন যাতে পরবর্তী সেশনে তারা নাটিকাটি উপস্থাপন করতে পারে।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের অবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করুন।



সেশন ১১-১২

ভূমিকাভিনয়

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষে সামনের অংশটি খালি করে ভূমিকাভিনয়ের/নাটকের জন্য স্থান প্রস্তুত করুন। যদি শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট জায়গা না হয় তবে কক্ষের বাইরে খোলা মাঠে বা স্কুলের বারান্দায়ও আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের নাটকের জন্য কোনো পোশাক ও নাটকের জায়গার দৃশ্য সাজাতে চায় তবে তাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কিছু সময় বেঁধে দিন। প্রতিটি দলের নাটকে অভিনয় করতে দু'টি সেশন লাগবে তাই প্রতিটি দলকে প্রস্তুতি ও উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিন।

নিচের ছবিটির মত একটি পুনরুত্থানের নাটকের নাট্যমঞ্চ তৈরি করার পরামর্শ বা তৈরি করার ব্যবস্থা করুন। যদি এরকম ব্যবস্থা করা না যায় তবে বড় কার্টুন বক্স কেঁটে তারা কবরের মুখ বানাতে পারে এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারে। এছাড়াও কাছাকাছি ককশিট পাওয়া গেলে সেগুলো দিয়েও কবর ও ক্রুশ বানানো যাবে। কবর তৈরি হয়ে গেলে এর আশেপাশে গাছের ডাল কেটে বা গাছের টব রেখে কবরের বাগানের পরিবেশ তৈরি করতে বলুন। এই নাটকের জায়গা বানানোর অভিজ্ঞতা তাদেরকে অনুভব করতে সাহায্য করবে যীশুর কবরটি কোথায় কোন্ পরিবেশে ছিল।



ছবি: যীশুর কবরের নমুনা মঞ্চ

### বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের গান গাইতে বলুন, এরপর প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

পুনরুত্থানের গান: খ্রীষ্ট সঙ্গীত ৯৪ সংখ্যা। লিংক: <https://www.youtube.com/watch?v=bS9wlR8r33s>

- ১) কি মহানন্দ উপস্থিত, কি জয় যীশুর উত্থানে।  
পাপ অন্ধকার হয় অন্তর্হিত, কাল নিশি অবসানে  
ধুয়া - হাল্লিলুয়া, বল জয়।  
যীশু হইলেন মৃত্যুঞ্জয়।  
পাপীর জন্য ত্রাগোদয়,  
ধন্য ধন্য ধন্য।

- ২) প্রভাতী তারা প্রকাশ পায়, প্রভুর পুনরুত্থানে,  
ঐ ত্রান-সূর্য দেখা যায়, তাঁহার স্বর্গারোহনে।
- ৩) তায় গেল মৃত্যুর অধিকার কি শাস্তি ত্রিভুবনে।  
আর খোলা হইল স্বর্গ-দ্বার আনন্দ পাপীর মনে!
- ৪) ঐ স্বর্গে দূতগণে গায়, পুণ্য পুণ্য পুণ্য!  
আর প্রতিধ্বনি এই ধরায় - ধন্য ধন্য ধন্য

### ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদের দলগত ভাবে অভিনয় করতে নির্দেশ দিন। যদি একটির বেশি দল থাকে তবে একের পর এক প্রতিটি দল অভিনয় করে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমনের বিষয়ে উপস্থাপন করে বিষয়গুলোর উপর প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। নাটক করার সময় খেয়াল রাখুন যে মূল বিষয়বস্তুগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা। শিক্ষার্থীদের দলগত ভাবে প্রতিযোগিতার চিন্তাধারা আসতে পারে, তাই ভালো অভিনয় বা উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য করুন।

### নির্দেশনা

নাটক করা শেষ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের বলুন যে আগামী সেশনে প্রত্যেকে ছবি আঁকবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে তারা রং (সহজলভ্য রং), রং তুলি, রং পেন্সিল এবং আর্ট পেপার নিয়ে আসবে। আপনিও বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ছবি আঁকার সামগ্রী শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে পারেন।

### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশন শেষ করুন।



সেশন ১৩-১৪

## ছবি আঁকি

### প্রস্তুতি

এই সেশন দুটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে ছবি ঐকে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন আগের সেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সকলে ছবি আঁকার উপকরণগুলো নিয়ে এসেছে কিনা। হয়ত দুই একজন শিক্ষার্থী ছবি আঁকার সমস্ত উপকরণ আয়োজন করতে নাও সক্ষম হতে পারে, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকে কিছু ছবি আঁকার উপকরণ প্রস্তুত রাখুন, যাতে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকায় কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়। শিক্ষার্থীদের অঙ্কনের জন্য পূর্ব থেকে সময় ঠিক করুন। কারণ তাদের ছবিগুলোকে গুছিয়ে রাখার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন হবে। ছবিগুলো উপস্থাপনার পর বুলাবার জন্য সুতলি টানিয়ে রাখুন, অথবা বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে বা মাস্কিন (সাদা কাগজের) টেপ দিয়ে লাগানোর ব্যবস্থা করুন।

### বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করুন, এরপর প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

### ছবি আঁকার নির্দেশনা

এরপর শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ছবি আঁকতে বলুন। তারা যে বিষয়টি ভিডিও ক্লিপে দেখেছে এবং ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ধারণা লাভ করেছে সে বিষয়ের উপরে ছবি আঁকবে। সেখানে শূণ্যকবর, যীশুর স্বর্গের দিকে উপরে উঠতে থাকার দৃশ্য এবং মেঘের মধ্যে যীশুর পুনরাগমনের দৃশ্যের ধারণা তারা নিজেদের চিন্তাশক্তি ও একাগ্রতা ও অভিজ্ঞতা হতে প্রতিফলন করবে। পুরো বিষয়গুলো একই পেপারে আঁকার জন্য তাদের একের অধিক সেশন প্রয়োজন হতে পারে, পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করার জন্য তাদের ছবি আঁকার জন্য যথেষ্ট সময় দিন।

### ছবি প্রদর্শনী

শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকা শেষে সুতলিতে বা দেয়ালে মাস্কিন টেপ দিয়ে ছবিগুলোকে লাগিয়ে দিতে বলুন। শ্রেণিকক্ষের চিত্র সাজানো কিছুটা আর্ট গ্যালারীর মত হবে। এবার শিক্ষার্থীদের এক এক করে তাদের ছবিগুলো উপস্থাপন করেছে দিন। এই চিত্রের মাধ্যমে কি দৃশ্যপট তৈরি করেছে এবং তার মাধ্যমে তাদের উপলব্ধি ও কি বুঝতে পেরেছে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রতিটি আঁকা ছবিতে লক্ষ করুন যে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহন এবং পুনরাগমনের দৃশ্য ধারাবাহিক ভাবে ফুটে উঠেছে কিনা। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষ হয়ে গেলে সেগুলোকে ভালোভাবে গুছিয়ে রাখতে বলুন।

### শেষ

সকল শিক্ষার্থীদের তাদের চমৎকার উপস্থাপন ও অঙ্কনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করুন।





সেশন ১৫

## যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

### প্রস্তুতি

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের উপর নিকটবর্তী খ্রীষ্টান সংস্থা ও বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে ছবি/ক্ল্যাশকার্ড সংগ্রহ করুন অথবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিন। একটি বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেস্ব ছবি আঁকার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা ও ধারণা লাভ করেছিলো আপনার সংগৃহীত চিত্রগুলোর সাথে সেগুলোর মূল বিষয়বস্তু যেন এক হয়।

### বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন। সেশনটির শুরুতে শিক্ষার্থীদের মথি ২৮: ১-১৫ পদ পড়তে বলুন।

## যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

মথি ২৮:১-১৫ পদ

“বিশ্রামবারের পরে সপ্তাহের প্রথম দিনের ভোর বেলায় মগদলীনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে গেলেন। তখন হঠাৎ ভীষন ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপরে বসলেন। তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তাঁর কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা। তাঁর ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।

স্বর্গদূত স্ত্রীলোকদের বললেন, “তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ। তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। এস, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম।”

সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সংগে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং যীশুর শিষ্যদের এই খবর দেবার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। এমন সময় যীশু হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন, “তোমাদের মংগল হোক।”



যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে প্রণাম করে তাঁকে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, “ভয় কোরো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।”

সেই স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান পুরোহিতদের জানাল। তখন পুরোহিতেরা ও বুদ্ধ নেতারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সেই সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন, “তোমরা বোলো, ‘আমরা রাতে যখন ঘুমাছিলাম তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই কথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাঁকে শান্ত করব এবং শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব।’”

তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনই বলল। আজও পর্যন্ত সেই কথা যিহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।’

## ব্যাখ্যা

বাইবেলের এই পদগুলোতে যীশু খ্রীষ্ট যে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়েছেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করে আবার জীবিত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কারণ এই পৃথিবীতে এমন কোন মানব নেই যে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে অনেক মানুষকে দেখা দিয়েছে এবং স্বর্গে সশরীরে গিয়েছে। ঐ সময়ে পাহারাদাররা যারা রোমীয় সৈনিক ছিলো, তাদের মাধ্যমে একটি মিথ্যা সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। প্রকৃত পক্ষে, যীশুর দেহকে শিষ্যরা চুরি করার সাহস পায়নি এবং পাওয়ার কথাও

না, কারণ রোমীয়দের ঐ সমসাময়িক কালে সবচেয়ে চৌকস সৈন্যবাহিনী ছিলো। শিষ্যরা এত ভয় পেয়েছিলো যে তারা যীশুকে গেৎশিমানী বাগানে শত্রুরা ধরার পরেই পালিয়ে গিয়েছিলো। রোমীয় সৈন্যদের পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে এবং ঐ পাথর সরিয়ে যীশুকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিলো। আর একটি বিষয় লক্ষ রাখা দরকার, ঐ সময় বিশাল আঁকারের পাথরটা গড়িয়ে সরাতে গেলে অবশ্যই অনেক শব্দ হতো। রাতের পাহারাদারেরা সাধারণত ঘুমায় না কিন্তু পায়চারী করে। অতএব, যে ভুল ধারণা ও তথ্য ঐ পুরোহিতেরা ও বয়স্ক নেতারা সৈন্যদের বলতে বলেছিলো তা মোটেই সঠিক নয়।

বাইবেল ছাড়াও যিহুদীদের সেই সময়ের ইতিহাসেও যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে লেখা হয়েছে। ৯৩-৯৪ এ.ডি. (খ্রি.) তে যিহুদী ঐতিহাসিকবিদ ফ্লাভিয়াস যোষেফাস যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বর্ণনা করে গিয়েছেন। তাকে যে রোমীয় সৈন্যরা হত্যা করেছিল এবং তিনি আবার তিন দিনের দিন জীবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে তার পুস্তক এন্টিকুইটিস অব দ্যা জিউস এ লিখে গেছেন।

### Testimonium Flavianum

About this time there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he was one who performed surprising deeds and was a teacher of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the Greeks. He was the Christ. And when, upon the accusation of the principal men among us, Pilate had condemned him to a cross, those who had first come to love him did not cease. He appeared to them spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things and a thousand other marvels about him. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not disappeared.

Flavius Josephus: Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 3, 3<sup>[36]</sup> For Greek text see <sup>[2]</sup>

### ফ্লাভিয়াসের স্বাক্ষর

‘ঐ সময়ে সেখানে যীশু নামে একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন, সত্যই তাকে একজন মানুষ বলা উচিত। কারণ তিনি আশ্চর্য কাজ করতেন এবং যে শিক্ষা দিতেন তা মানুষ আনন্দের সাথে গ্রহণ করতো। তিনি অনেক যিহুদী ও গ্রীকদের অনুসারী করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট ছিলেন। যখন আমাদের অধ্যক্ষদের অভিযোগের কারণে পীলাত তাকে দোষারোপ করে ক্রুশে দিলো, তখন যারা তাঁকে প্রথমে ভালোবেসেছিলেন তারা খেমে যায়নি। তিনি তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে তাদের দেখা দিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাঁর সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয় এবং হাজার হাজার আশ্চর্য কাজের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। আর তথাকথিত খ্রীষ্টানরা তাঁকে অনুসরণ করলো, যারা আজ পর্যন্ত বিলীন হয়নি!!

ফ্লাভিয়াস যোষেফাস: এন্টিকুইটিস অব দ্যা জিউস, পুস্তক নং ১৮, ৩ অধ্যায় ৩

লিংক: “Josephus on Jesus” [https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus\\_on\\_Jesus#:~:text=About%20this%20time%20there%20lived,He%20was%20the%20Christ.](https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#:~:text=About%20this%20time%20there%20lived,He%20was%20the%20Christ.)

ঈশ্বরের পুত্রের জন্য কোনো মানুষের সাহায্য দরকার নাই, কারন যীশু নিজেই তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন, কারন তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি পুনরুত্থিত হবেন। বাইবেল নিজেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ, কেননা মথি, মার্ক লুক, যোহন পুস্তকে শিষ্যরা সেই সময়ে যা দেখেছিলো তাই লিখেছিলো।

### দলগত কাজ

প্রিয় শিক্ষক, যে বিষয়ের উপর এই সেশনে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে দিন।

পুনরুত্থান

ঈশ্বরের পুত্র

কবরের পাথর

শিষ্যরা

স্বর্গদূত

শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনায় যা শিখেছে সেখান থেকে মনে রাখার মত ৫টি শব্দ চিরকুটে লিখবে। লেখা শেষে তাদের চিরকুটগুলো সংগ্রহ করুন।

## চিরকুট উদাহরণ

### শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানান ধৈর্য ধরে পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনার জন্য, এরপর সেশনটি শেষ করুন।



সেশন ১৬

## যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ

### প্রস্তুতি

এই সেশনে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বাইবেলের প্রেরিত ১:৬-১১ পদ অনুসারে পূর্ণ ধারণা উপলব্ধি করবে। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার জন্য ইন্টারনেট থেকে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ সম্পর্কে ছোট কিছু ছবি ডাউনলোড করে নিন। এছাড়াও যদি সম্ভব হয় তবে গীর্জার বা নিকটতম খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান থেকে ছবি/ফ্ল্যাশকার্ড সংগ্রহ করবেন। বাইবেলের পদগুলোর সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবার সময় ছবিগুলো দেখান।

### বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শূভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন। বাইবেলের ব্যাখ্যার পূর্বে শিক্ষার্থীদের শিষ্যচরিত/প্রেরিত ১:৬-১১ পদগুলি সমবেত ভাবে পাঠ করতে বলুন।



যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ

## যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে গেলেন

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ১:৬-১১

“পরে শিষ্যেরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, এই সময় কি আপনি ইস্রায়েলীয়দের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?” যীশু তাঁদের বললেন, “যে দিন বা সময় পিতা নিজের অধিকারের মধ্যে রেখেছেন তা তোমাদের জানতে দেওয়া হয় নি। তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরুশালেম, সারা যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।”

“এই কথা বলবার পরে শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। যীশু যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন শিষ্যরা একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু’জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবে তিনি ফিরে আসবেন।”

## ব্যাখ্যা

যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার চল্লিশ দিন পর স্বর্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে যাওয়ার আগে শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিলো, তিনি ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন কি না? শিষ্যরা এবং যিহুদিরা মনে করতো যে যীশু খ্রীষ্ট রোমীয় শাসকদের হাত থেকে ইস্রায়েল জাতিকে তাদের হাতে রাজ্য দিবেন। যীশু কবে আসবেন তা যীশু জানতেন না শুধু তাঁর স্বর্গস্থ পিতা জানতেন। যীশু খ্রীষ্ট জগতের কোনো রাজার মতো নন, বরং তিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার জন্য এসেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে মানবরূপে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আবার স্বর্গে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের একা রেখে যান নি, তিনি শিষ্যদের জন্য এবং আমাদের জন্য সেই সহায় পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন। পঞ্চাশতমীর দিনে পবিত্র আত্মা আগুনের জিহ্বার মত শিষ্যদের মাথার উপরে এসে বসেছিল ( প্রেরিত/ ২:১-১১)। সেই পবিত্র আত্মার আসার প্রতিজ্ঞা তিনি স্বর্গে যাওয়ার আগে যেমন করেছিলেন সেভাবে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল। এখনও আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা অবস্থান করে, শক্তি দেয়, সবকিছু মনে করিয়ে দেয়, বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করে। যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং ঐ দুইজন স্বর্গদূতেরাও একই কথা বলেছিল। যীশুর প্রতিজ্ঞা প্রতিটি কথা পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি যে আবার আসবেন সেই প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হবে।

যীশু জগতের কাজ শেষ করে চলে গেছেন। কারণ তিনি যে দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা শেষ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র তাই পিতার কাছে আবার ফিরে গেছেন যাতে পৃথিবীতে তাঁর অনুসারীদের জন্য জায়গা ঠিক করতে পারেন, যীশু বলেছেন তাঁর পিতার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে (যোহন ১৪:২ পদ)। যীশু শিষ্যদের রেখে গেছেন যেন তারা তাঁর বাকী কাজ গুলো শেষ করে। আর সেই বাকী কাজ গুলো এখনও শেষ হয়নি। যতদিন না যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসেন ততদিন তাঁর রাজ্যের জন্য কাজ করার দায়িত্ব আমাদের।

## প্রশ্ন উত্তর

বাইবেলের ব্যাখ্যার পরে শিক্ষার্থীদের আজকের আলোচনার উপরে কিছু প্রশ্ন করুন। নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো, এছাড়াও শিক্ষক নিজের মত করে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং যে সবার আগে হাত তুলবে সে উত্তর দেবে।

## প্রশ্ন

- ১) যীশুর পুনরুত্থানের পর কতদিন এই পৃথিবীতে ছিলেন?
- ২) কে শিষ্যদের উপরে আসলে শিষ্যরা শক্তি পাবে?
- ৩) ঐ দুইজন স্বর্গদূত শিষ্যদের কে কোন জায়গার লোক বলে ডাক দিলেন?
- ৪) যীশু স্বর্গে গিয়ে কি করছেন?
- ৫) তুমি কি বিশ্বাস করো যীশু আমাদের জন্য পবিত্র আত্মা পাঠিয়েছেন?

## শেষ

সকলকে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ও প্রশ্নোত্তর ধন্যবাদ দিন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শেষ করুন।





সেশন ১৭

## যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন

### প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, এই সেশনে শিক্ষার্থীদের যীশুর পুনরাগমনের উপর একটি ভিডিও দেখাবেন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের কথা বাইবেলে কেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তার বিমূর্ত ধারণা পাওয়ার জন্য তাদেরকে সাহায্য করবে। ভিডিও ক্লিপটি বর্ণিত লিংক থেকে ডাউনলোড করুন [https://www.youtube.com/watch?v=k8u-og\\_MB9k&t=২১৭s](https://www.youtube.com/watch?v=k8u-og_MB9k&t=২১৭s) “Jesus will come again”। ভিডিও দেখানোর প্রস্তুতি হিসাবে মাল্টিমিডিয়ার আয়োজন করুন। যদি মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা করা না যায়, সেক্ষেত্রে ল্যাপটপে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। পূর্বের সেশনের মত যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের ছবি/চিত্র সংগ্রহ করুন এবং পুনরাগমনের ব্যাখ্যার সময় সেগুলোকে এক এক করে দেখান।

### বাস্তবায়ন

শ্রেণিকক্ষের সবাইকে শুভেচ্ছা জানান, গীতাবলী/খ্রীষ্ট-সঙ্গীত/ধর্মগীত থেকে নিচের গানটির অনুরূপ একটি যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

#### একটি নমুনা গান নিচে দেওয়া হলো

আসবেন প্রভু মেঘরথে আবার ফিরে ধরাতলে  
মহাতুরি ধ্বনি সহ, পাঠাবেন দূত দলে দলে।।

রবি শশী গ্রহ তারা নভে হবে জ্যোতি হারা।  
বিলাপকারী মানবেরা, দেখবে তখন কুতূহলে।।

হানাহানি হিংসা দ্বেষে, ভরে যাবে ভুবনখানি।  
মহামারী ভু-কম্পনে, ধ্বংস হবে জগৎ জানি।।

পাপী তাপী ত্রাণকামী, হওগো প্রভুর অনুগামী।  
তঁরই আগমনের তরে, জেগে থাক প্রতি পলে।।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত - ১১৪; ধর্মগীত - ১৬০



## ভিডিও প্রদর্শন

ভিডিও প্রদর্শনীর পূর্বে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন, যে ভিডিওটি তারা দেখতে যাচ্ছে সেটি বাইবেলের ভবিষ্যতবানী অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। এরকম ঘটনা যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় ঘটবে। ভিডিও দেখাবার সময়ে মাল্টিমিডিয়ার ফোকাস যে স্ক্রিনে পরবে, সেই স্থানের আলোটি নিভিয়ে রাখুন যাতে ভিডিওটি পরিষ্কার ভাবে শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়। ভিডিও প্রদর্শনের শেষে বাইবেলের পুনরাগমনের বিষয়ে ১ থিমলনিকীয় ৪:১৫-১৭ অংশটুকু পড়ুন।



ছবি: যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন

## যীশু খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসবেন

১ থিষলনীরীয় ৪:১৫-১৭

“প্রভুর শিক্ষামতই আমরা তোমাদের বলছি, আমরা যারা জীবিত আছি এবং প্রভু ফিরে আসা পর্যন্ত জীবিত থাকব, আমরা কোনমতেই সেই মৃতদের আগে যাব না। জোর গলায় আদেশের সংগে এবং প্রধান দূতের ডাক ও ঈশ্বরের তুরীর ডাকের সংগে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকী থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সংগে মিলিত হবার জন্য তাদের সংগে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সংগে থাকব।”

### ব্যাখ্যা

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সময় দুইজন স্বর্গদূত শিষ্যদের বলেছিলেন যে, যীশু যেভাবে স্বর্গে গিয়েছেন সেইভাবে তিনি ফিরে আসবেন। পুনরাগমনের সময়ে মহাতুরী বা ট্রাম্পেটের আওয়াজের সাথে সাথে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। এই শব্দ হঠাৎ করে হবে, প্রধান দূত ও ঈশ্বরের তুরীর আওয়াজ বিকট আকারে হবে এবং কেউ কিছু আগে থেকে বুঝবে না। যীশুকে আকাশে মেঘের মধ্যে দেখা যাবে। যীশুকে দেখা যাওয়ার সাথে সাথে, যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ইতোমধ্যে মারা গেছে তারা প্রথমে কবর থেকে জেগে উঠবে। আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ নাই। মৃতরা জীবিত হয়ে যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হওয়ার পরপরই আমরা যারা জীবিত থাকবো আমাদেরকেও প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তুলে নেওয়া হবে। আমরা সকলে যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মেঘের মধ্যে উঠে যাবো। যীশু খ্রীষ্ট বাইবেলে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন। তিনি জায়গা প্রস্তুত করে আবার ফিরে আসবেন এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন যেনো আমরা তাঁর সাথে চিরকাল থাকতে পারি (যোহন ১৪:২-৩ পদ)।

আমাদের যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, মৃত্যু ও কবর তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। মৃত্যুর আগে যীশু খ্রীষ্ট শিষ্যদের অনেকবার বলেছেন যে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র, সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাই মানুষ তাঁকে হত্যা করেও শেষ করতে পারেনি বরং তিনি আরো শক্তিতে জেগে উঠেছেন। তিনি খুব শ্রীঘ্নই ফিরে আসবেন এবং এই জগতের বিচারের ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যারা প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতা-ভ্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁকে অনুসরণ করেছে তাদেরকে তিনি স্বর্গে বাস করার নিশ্চয়তা ও অধিকার দিয়েছেন।

আমাদেরও উচিত যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে মনে প্রাণে গ্রহণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা। আমরাও যেন যীশু খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গে চিরকাল শান্তি ও আনন্দে থাকতে পারি।

### নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের বলুন, আগামী সেশনে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমনের উপর একটি কুইজ নেওয়া হবে।

## শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানান ধৈর্য ধরে পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনার জন্য, এরপর প্রার্থনা করে সেশনটি শেষ করুন।



সেশন ১৮

## খেলার মাধ্যমে কুইজের উত্তর দেবো

### প্রস্তুতি

এই সেশনে কুইজ নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নিচের কুইজের প্রশ্নগুলো আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখুন। যদি সম্ভব হয়, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু উপহারের ব্যবস্থা করুন যেমন নোট বুক, পেন্সিল, কালার পেন্সিল, ইত্যাদি (খাবার ব্যতীত)। যদি স্কুলের এই ক্ষেত্রে কোন তহবিল না থাকে তবে শিক্ষক বাহিরের উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন, (উপহার দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়)। কুইজটি লিখিত হতে হবে তাতে সবাই সমান ভাবে প্রত্যেকটির উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।

### বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

### কুইজের প্রশ্ন

মোট ৩০ মিনিট সময় দিন

- ১) যীশু সপ্তাহের কোন দিন পুনরুত্থিত হয়েছিলেন?
- ২) খুব সকাল বেলা যীশুর কবর দেখতে দুজন নারী গিয়েছিলেন, তাদের নাম কী?
- ৩) কবরের পাথরটা কে সরিয়েছিলো?
- ৪) যীশু খ্রীষ্ট ঐ নারীদের কাছে একটি জায়গার নাম বলল যাতে শিষ্যরা সেই জায়গাতে যায়, জায়গাটির নাম কী?
- ৫) পাহারাদারেরা শহরে গিয়ে কাদের কাছে যীশুর জীবিত হওয়ার ঘটনা বললো?
- ৬) পাহারাদারদের ঐ পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা যে মিথ্যা কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে বললো, সেই কথাগুলো কী?

- ৭) শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মা আসলে তারা কোথায় কোথায় যীশুর স্বাক্ষর হবে?
- ৮) যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় সবার প্রথমে কারা স্বর্গে যাবে?
- ৯) প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে নেমে আসার সময় দু'টি ডাকের কথা বলা হয়েছে, কারা এই ডাক দেবেন?
- ১০) যীশু খ্রীষ্টকে দ্বিতীয় আগমনের সময় কোথায় দেখা যাবে?

প্রশ্ন করার সময় ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে ওলট-পালট করে প্রশ্ন করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেনো ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে 'উত্তর কার্ড' এ সঠিক নম্বরে সঠিক উত্তরটি লেখার চেষ্টা করে।

নমুনা 'উত্তর কার্ড' নিচে দেওয়া হলো:

১)	২)	৩)
৪)	৫)	৬)
৭)	৮)	৯)

কুইজ শেষে তাদের খাতা/কুইজের কাগজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতবদল করে দিন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরাই তার সহপাঠীর খাতা চেক করে দেবে। শিক্ষক শুধু এক এক করে উত্তর বলে যাবেন এবং শিক্ষার্থীরা উত্তর সঠিক হলো না ভুল হল চেক করবে। এভাবে এই সেশনে সকলের খাতা দেখা একসঙ্গে শেষ হবে। কুইজ চেক হয়ে গেলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের চেক করা কাগজটি শিক্ষকের হাতে দেবে এবং শিক্ষকের কাছ থেকে একটি করে উপহার গ্রহণ করবে।

## নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের বলুন যেন তারা গীর্জা বা উপাসনায় অংশগ্রহণ করে এবং যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পুনরাগমন সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এছাড়াও তাদেরকে স্কুলের ও চার্চের পাঠাগারের অন্যান্য খ্রীষ্ট ধর্মীয় বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। প্রত্যেকে যে সমস্ত ধারণা ইতোমধ্যে পেয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় থেকে নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হওয়া, উপলব্ধি, এবং বিশ্বাসের একটি এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন আগামী সেশনে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে সেশনটি শেষ করুন।



সেশন ১৯

## প্রতিবেদন উপস্থাপন

### প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক যোগ্যতা এক-এর (১) অভিজ্ঞতা দুই এর এটি শেষ সেশন, এই সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে শিক্ষার্থীরা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পুনরাগমন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজের দ্বিধা- দ্বন্দ্ব দূর করে উপলব্ধি ও বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পেরেছে কিনা। কেউ কেউ প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় একটু নার্ভাস থাকতে পারে। তাদের মানসিক চাপমুক্ত রাখার জন্য প্রথমে একটি গান গাওয়ার প্রস্তুতি নিন।

### বাস্তবায়ন

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমবেতভাবে নিম্ন লিখিত গানটি শুরু করুন।

### গান

খ্রীষ্ট সংগীত- বাংলা কোরাস ৬০ সংখ্যা

প্রেমী পিতা তুমি অন্তরযামী, তোমার সম্মুখে আসি আমি

তুমি প্রভু সবল, আমি দুর্বল, সবলে মোর হৃদে এস নামি।

পাপীর বন্ধু, কৃপা সিন্ধু, দাও মোরে শান্তি পাপ ক্ষমি,

কর তব আত্মায়, পূর্ণ আমায়, তব গুণ গাব দিনযামী।

ইউটিউব লিংক: “প্রেমী পিতা তুমি অন্তরযামী” <https://www.youtube.com/watch?v=srUZLpFc2aU>

গানটির পরে প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

## প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক এক করে প্রতিবেদন পাঠ করতে দিন। প্রতিটি প্রতিবেদন পাঠের পরে প্রতিবেদনের উপর দু'একটি উৎসাহমূলক কথা বলুন এবং পরবর্তী শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিন। যদি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয় তবে সময় সংক্ষেপ করুন যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকলে প্রতিবেদন শেষ করতে পারে। প্রতিবেদন পাঠের পর প্রতিটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন।

## শেষ

সকলকে সেশনগুলোতে সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সকলের শুভকামনা করে সেশনটি শেষ করুন।



যোগ্যতা নম্বর

২

বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা

২

সেশন সংখ্যা

১৯

এই যোগ্যতায় দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা অষ্টম শ্রেণির দ্বিতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, খ্রীষ্টধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, দ্বিতীয় যোগ্যতার “সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা” অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি সম্পাদনের সময় খেয়াল রাখুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা খ্রীষ্টধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারার দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এটাই এই যোগ্যতার মূল কামনা।

আলাদা আলাদা সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।





# দ্বিতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

২০-২৮

পর্যন্ত



সেশন ২০

অন্যকে জানি

## প্রস্তুতি

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা একটি কাজ করে কাগজে লিখবে। লেখা শেষে কাগজটি শ্রেণিকক্ষে টাঙাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের লেখা কাগজটি লাগানোর জন্য শ্রেণিকক্ষের চারিদিকে রশি টাঙিয়ে রাখুন। শ্রেণিকক্ষে আঠার ব্যবস্থা রাখুন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় করে একটি ছোটো প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

### পরিবারের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য জানা/খুঁজে দেখা

প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের বলুন আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের অত্যন্ত ভালোবাসি। তারা আমাদের আপনজন। তাদের নিয়ে তোমাদের একটি কাজ করতে হবে। কাজটি কীভাবে করবে তা বলছি। মনোযোগ সহকারে শোনো।

তোমরা প্রত্যেকে তোমার পরিবারের একজন সদস্য যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো তাঁর যে দিকগুলো তোমার পছন্দ সেগুলো এবং যেগুলো একটু কম পছন্দের তা লিখো। একইভাবে যাকে একটু কম পছন্দ করো তাঁর ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে। তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘ব্যক্তি ১’ মাঝখানে লিখে

চারিদিকে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে। অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘ব্যক্তি ২’ মাঝখানে লিখে একইভাবে কাজটি করবে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে লিখবে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো। প্রিয় শিক্ষক, আপনি এ চিত্রটি বোর্ডে/পোস্টার পেপারে ঐকে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিন।

এ কাজটি করার জন্য তাদের সময় নির্ধারণ করে দিন। নির্ধারিত সময় শেষ হলে শ্রেণিকক্ষে টাঙানো রশিতে কাগজটি আঠা দিয়ে লাগাতে বলুন।

কাজটি সম্পাদনের পর সারিবদ্ধভাবে ক্রমানুসারে পরস্পরের কাজটি ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন। সকলের দেখা শেষ হলে তাদের নিজ আসনে বসতে বলুন।

এবার তাদের বলুন যে তারা প্রত্যেকে তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের গুণ/ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ করেছে এবং সহপাঠীরাও তা দেখেছে। তাদের বলুন, কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কম পছন্দের দিকগুলো বেশি উল্লেখ করা হয়েছে তা তোমরা লক্ষ করো।

## শেষ

কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

## শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থী কর্তৃক উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের ব্যক্তিদের নেতিবাচক দিকগুলো প্রিয় ব্যক্তিদের তুলনায় কম না বেশি হয়েছে তা লক্ষ করুন।



সেশন ২১

## এসো নিজেকে জানি

## প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের দিয়ে একক কাজ করানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

## বাস্তবায়ন

## শুরু

শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে দুই মিনিট ধ্যান করতে বলুন। পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

তাদের বলুন, গত সেশনে তোমাদের পরিবারের দু'জন সদস্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ করেছে। এবার বলো তো

- প্রিয়জনের নেতিবাচক দিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পছন্দের ব্যক্তির নেতিবাচক দিকের সংখ্যা কম না বেশি ছিলো?
- কেনো বেশি ছিলো?

প্রিয় শিক্ষক এ প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের করার কারণ হলো তারা যেন বুঝতে পারে যে সাধারণতঃ মানুষ অন্যের দোষ সহজেই দেখতে পায়।

### নিজেকে জানা

এবারে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা প্রত্যেকে নিজেকে খুব ভালোবাসি। পিতা ঈশ্বরও আমাদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন বলেই তিনি অনেক গুণের সমন্বয়ে আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের যেমন অনেক গুণ/ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজের গুণ/ইতিবাচক দিকগুলো এবং যে গুণগুলো তোমার থাকা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো তার একটি তালিকা তৈরি করবে। এর একটি নমুনা হতে পারে এরকম-

আমার গুণ/ইতিবাচক দিক	কী কী গুণ আমি অর্জন করতে চাই
সত্য কথা বলা	অন্যদের সাহায্য করা
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

তাদের এ কাজটি করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে তাদের লেখা বন্ধ করতে বলুন। তাদের বলুন যে তারা যে তালিকাটি তৈরি করেছে তা পরবর্তী সেশনে আলোচনা করা হবে।

### বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের বইয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের পূরণ করার জন্য নিচের ছকটির ন্যায় একটি ছক রয়েছে। তারা যেনো এটি পূরণ করে দেন। পরবর্তী সেশনে এটি প্রয়োজন হবে।

আপনার সন্তানের গুণ/ইতিবাচক দিক	কী কী গুণ সে অর্জন করতে চায়
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

## শেষ

তাদের সর্বাঙ্গিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।



সেশন ২২

## নিজের গুণ অন্যকে বলি

## প্রভুতি

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা একটি খেলা খেলবে। খেলার জন্য স্থানটি কোথায় হবে তা ঠিক করে রাখুন। যদি সেটি শ্রেণিকক্ষেই হয় তাহলে আসন ব্যবস্থা সেভাবে বিন্যস্ত করুন।

## বাস্তবায়ন

## শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় ও ছোট একটি ধন্যবাদের প্রার্থনা দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

শিক্ষার্থীদের বলুন, গত সেশনে তোমরা প্রত্যেকে নিজের যেসব গুণ রয়েছে এবং যেসকল গুণ তুমি অর্জন করতে চাও তা চিহ্নিত করেছো। একইভাবে তোমাদের মা-বাবা/অভিভাবকও তোমাদের কিছু গুণ ও কিছু প্রত্যাশিত গুণ উল্লেখ করেছেন।

এবার তোমার তৈরি তালিকাটির সাথে মা-বাবা/অভিভাবকের তালিকাটির তুলনা/মিল করো। তোমার তৈরি তালিকার সাথে যে অমিলগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করো। এ কাজটির জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে লেখা বন্ধ করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের বলুন, এখন তোমরা একটি খেলা খেলবে। কীভাবে খেলবে তা বলছি। তোমরা একে অপরের হাত ধরে একটি বৃত্ত তৈরি করবে। তোমরা পর্যায়ক্রমে একটি করে নিজের গুণ বলবে এবং অন্যদের মধ্যে যাদের এ গুণটি রয়েছে তারা প্রত্যেকে হাত তুলবে। এভাবে প্রত্যেকের একটি করে গুণ বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে খেলাটির প্রথম ধাপ শেষ হবে।

দ্বিতীয় ধাপে একইভাবে তোমরা যে গুণগুলো অর্জন করতে চাও তা পর্যায়ক্রমে বলবে এবং অন্যদের মধ্যে যাদের সাথে সেটি মিলবে তারা হাত তুলবে। এভাবে প্রত্যেকের বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে খেলাটি শেষ হবে।

### শেষ

কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।



সেশন ২৩-২৫

### পরিনিন্দা পরিহার করবো

### প্রস্তুতি

পবিত্র বাইবেল সাথে রাখুন। বাইবেলের নির্ধারিত অংশটুকু ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গীতসংহিতা/সামসঙ্গীত ১০৩:১-৫ পাঠ করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

“হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর গৌরব কর;

হে আমার অন্তর, তাঁর পবিত্রতার গৌরব কর।

হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর গৌরব কর;

তাঁর কোন উপকারের কথা ভুলে যেয়ো না।

তোমার সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করেন।

তিনি তোমার সমস্ত রোগ ভাল করেন।  
 তিনি মৃতস্থান থেকে তোমার জীবন মুক্ত করেন;  
 তিনি তোমাকে অটল ভালবাসা ও মমতায় ঘিরে রাখেন।  
 যা মংগল আনে তেমন সব জিনিষ দিয়ে তিনি তোমাকে তৃপ্ত করেন;  
 তিনি ঈগল পাখীর মত তোমাকে নতুন যৌবন দেন।<sup>1/4</sup>

### পরিনন্দা পরিহার বিষয়ে শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের বলুন, পূর্বের সেশনগুলোতে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পরিবারের সদস্যদের ও নিজের গুণ/ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করেছো। বলতো-

- নিজের নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করার সময় তোমার **কেমন লেগেছে?**
- অন্যের নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করার সময় তোমার **কেমন লেগেছে?**

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

২/৩ জন শিক্ষার্থীকে মথি ৭:১-৫ পাঠ করতে বলুন। তাদের ভক্তি সহকারে শুদ্ধ উচ্চারণে বাইবেল পাঠ করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে, আমরা অন্যের দুর্বল দিকগুলো সহজেই খুঁজে পাই। কিন্তু নিজের দোষগুলো এতো সহজে খুঁজে পাই না। আবার একে অপরের সাথে অন্যের দোষগুলো নিয়ে আনন্দসহকারে আলোচনা করি; যাকে পরিনন্দা বলে। চলো দেখি মথি ৭:১-৫ পদে এ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে।

### দোষ ধরবার বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৭:১-৫

“তোমরা অন্যের দোষ ধরে বেড়িও না যেন তোমাদেরও দোষ ধরা না হয়, কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের দোষ ধর সেইভাবে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে, আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও সেইভাবে তোমাদের জন্যও মাপা হবে।

তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তা-ই দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কড়িকাঠ আছে তা লক্ষ্য করছ না কেন? যখন তোমার নিজের চোখেই কড়িকাঠ রয়েছে তখন কি করে তোমার ভাইকে এই কথা বলছ, ‘এস, তোমার চোখ থেকে কুটাটা বের করে দিই’? ভুড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, তাতে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটাটা বের করবার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।”

### ব্যাখ্যা

যীশুর সময়ে লোকেরা অন্যের দোষ ধরতো ও পরিনন্দা করতো। এজন্যেই যীশু অন্যের দোষ ধরতে নিষেধ করেছেন। আমরা যেভাবে অন্যের দোষ ধরি আমাদের দোষও সেভাবে ধরা হবে। কারণ দোষ ধরা বা কাউকে কোনোভাবে ঠকানো ঠিক নয়। অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ দেখা দরকার। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে আমার নিজের দোষ বেশি। যীশু নিজের দোষ সনাক্ত করে পরিহার করতে বলেছেন।

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে বাইবেলের পঠিত অংশে পরনিন্দা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা তারা জোড়ায়/দলগতভাবে আলোচনা করে লিখবে।

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে ইফিষীয় ৪:২৯-৩২ পাঠ করতে বলুন। তাদের ভক্তি সহকারে শুদ্ধ উচ্চারণে বাইবেল পাঠ করতে বলুন। অন্যের দোষ ধরবার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা আমরা শুনছি। এবার এসো পরনিন্দা পরিহার বিষয়ে বাইবেলের ইফিষীয় ৪:২৯-৩২ পদে এ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে তা দেখি।

## পরনিন্দা পরিহার বিষয়ে শিক্ষা

ইফিষীয় ৪:২৯-৩২

“তোমাদের মুখ থেকে কোনো বাজে কথা বের না হোক, বরং দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল তেমন কথাই বের হোক, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়। তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না, যাঁকে দিয়ে ঈশ্বর মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। সব রকম বিরক্তি প্রকাশ, মেজাজ দেখানো, রাগ, চিৎকার করে ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, আর সব রকম হিংসা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর। তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও, অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, আর ঈশ্বর যেমন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমাদের ক্ষমা করেছেন তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ক্ষমা কর।”

### ব্যাখ্যা

যীশু আমাদের অন্য লোকের বিষয়ে নিন্দা করতে ও দুর্বল দিক নিয়ে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। বরং অন্য লোকের জন্য মঞ্জল প্রার্থনা ও গড়ে তোলার জন্য ভালো কাজ করতে বলেছেন। আমাদের প্রত্যেককে পরনিন্দা পরিহার করে উৎসাহমূলক কথা বলতে হবে যেন কেউ কষ্ট না পায়। যীশুখ্রীষ্ট সব রকমের বিরক্তি প্রকাশ, রাগ, বাজে কথা বলা, ঝগড়া করা, চিৎকার চেচামেচি কিংবা মেজাজ দেখানো পরিহার করতে বলেছেন। তিনি অন্যের প্রতি দয়ালু, অন্যের দুঃখে দুঃখী হতে ও ক্ষমা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

### ভূমিকাভিনয়

তাদের বলুন, পরনিন্দা পরিহার সম্পর্কে যীশু কতো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তা তোমরা শুনছো। এ জানার ভিত্তিতে আমরা একটি মজার কাজ করবো। এ পর্যন্ত তোমরা যা যা শিখেছো তা ব্যবহার করে পরনিন্দা পরিহার করার বিষয়ে এমনভাবে দলগতভাবে ভূমিকাভিনয় করবে যাতে যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করুন। প্রস্তুতির জন্য প্রথমে তাদের দলগতভাবে স্ক্রিপ্ট তৈরির জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনি স্ক্রিপ্ট সংশোধন করে দিন। তাদের নিজেদের মধ্যে চরিত্রগুলো বিভাজন করে মহড়ার জন্য সময় দিন। মহড়া সম্পন্ন হলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান করুন।



ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের অভিনীত বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করুন। কোনো দলের ভূমিকায় যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন না ঘটলে সংশোধন করুন। যে দল আন্তরিকতার সাথে অভিনয় করেছে তাদের উৎসাহিত করুন।



### বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, মা-বাবা/অভিভাবকের কাছে তুমি তোমার দুর্বল দিকগুলো বলবে। তোমার কোন দুটি নেতিবাচক দিক ইতিবাচক দিকে রূপান্তরিত করতে চাও তা তাদের বলবে। কীভাবে এগুলো ইতিবাচক দিকে পরিণত করতে চাও তা তাদের জানাও এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শও নিতে পারো।

### শেষ

সকলে সক্রিয় থেকে কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশন শেষ করুন।



সেশন ২৬-২৮

## পরিনিন্দা পরিহার করার উপায়

### প্রভুতি

শিক্ষার্থীদের দিয়ে জোড়ায় কাজ করানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। একটি গানের মধ্য দিয়ে সেশন শুরু করুন।

### বাড়ির কাজ নেওয়া

শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের মা-বাবা/অভিভাবকের সহায়তায় বাড়ির কাজটি করেছো। এখন প্রত্যেকে বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসা তোমার কাজটির একটি তালিকা তৈরি করো।

এ কাজটি করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে কাজটি সমাপ্ত করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হোন যে তারা কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে।

তাদের কাজটি দেখে লক্ষ্য করুন কোন কোন শিক্ষার্থী একই গুণ অর্জন করতে চায়।

### জোড়ায় কাজ

যেসকল শিক্ষার্থী একই গুণ অর্জন করতে চায় তাদের নিয়ে জোড়া তৈরি করে দিন। তাদের বলুন, এখন তোমরা জোড়ায় একটি কাজ করবে। কী করবে তা বলছি। মনোযোগ সহকারে শোনো। তুমি যে গুণ/সবল দিক দুটি অর্জন করতে চাও তা কীভাবে করতে পারো তার একটি পরিকল্পনা জোড়ায় আলোচনা করে তৈরি করবে। তোমাদের তৈরি পরিকল্পনাটি তোমরা বোর্ডে/পোস্টার পেপারে ঐকে দেওয়া ছকের মতো করে লিখো।

যেসব গুণ/ইতিবাচক দিক আমি অর্জন করতে চাই	কীভাবে অর্জন করবো

তাদের সম্পাদিত কাজটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন। কোনো জোড়ার ক্ষেত্রে কোনো পরামর্শ থাকলে

তা বলুন।

## বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, পরবর্তী সেশনের আগেই তারা প্রত্যেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িতে এ কাজটি সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মা-বাবা/অভিভাবকের সহায়তা নিতে পারে।

## যেভাবে পরিনন্দা পরিহার করেছে

শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে বাড়িতে দেওয়া কাজটি করতে তাদের কোনো সমস্যা হয়েছে কি না। কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। বলুন যে, তাদের কাজটি বোর্ডে/পোস্টার পেপারে ঐকে দেওয়া হকের মতো করে লিখবে।

ঘটনার বিবরণ	অনুভূতি	মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত

## উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা বাড়িতে যে কাজটি করেছো তা কীভাবে করেছো এবং তোমার কেমন লেগেছে অর্থাৎ তোমার অনুভূতি গল্পাকারে পর্যায়ক্রমে বলবে।

এ কাজটির জন্য তাদের প্রশংসিত করুন। তাদের উপস্থাপনা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য করুন। তার নেতিবাচক দিক ইতিবাচক দিকে পরিণত করতে সে যে কাজটি করেছে তার সঠিকতা কতটুকু সে বিষয়ে তাকে জানান।

মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/checklist-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

## বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয় সেশনের আগেই অন্তত একটি করে গুণের ব্যবহার করে তাদের বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠার ছকে লিখবে যেখানে তাদের মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর থাকবে এবং শিক্ষকেরও স্বাক্ষর থাকবে। তোমার মা-বাবা/অভিভাবক প্রশ্নটি বুঝতে না পারলে তোমার বইয়ের এ অংশে নিচের ঘরের লেখাটি তাদের দেখাও।



প্রিয় মা -বাবা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান বা পোষ্য পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে এমন একটি কাজ প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন তারিখে করেছে এবং কীভাবে করেছে তা নিচের ছকে লিখবে। কাজটি সে করেছে কি না সে বিষয়ে আপনি ছকটিতে আপনার নির্ধারিত ঘরে মতামত লিখবেন।

### ছকটি নিম্নরূপ

মাসের নাম ও সম্পাদনের তারিখ	ঘটনার বিবরণ	কীভাবে পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে	মা-বাবা/ অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপ্তি টানুন।



# দ্বিতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

২৯-৩৮

পর্যন্ত



সেশন ২৯

একটি গল্প শোনো

গল্প বলা

## প্রস্তুতি

এ সেশনে একটি গল্প বলে শিক্ষার্থীদের সহনশীলতা ও শত্রুকে ভালোবাসা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। তাই আগে থেকেই সহনশীলতা ও শত্রুকে ভালোবাসার বিষয়টি প্রতিফলিত হয় এমন একটি গল্প (বয়সোপযোগী ও বাস্তবধর্মী) নিজে রচনা করুন অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করে রাখুন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। সমবেতভাবে প্রার্থনা করে সেশন শুরু। তাদের বলুন যে আজ তারা একটি গল্প শুনবে এবং তাদের উপলব্ধি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখবে। গল্পটি এরকম---

খ্রীষ্টিনা ও ক্লডিয়া সহপাঠী। খ্রীষ্টিনা লক্ষ করছে যে ক্লডিয়া তাকে পছন্দ করে না। ক্লডিয়া তার জন্মদিনে সবাইকে চকলেট দিল কিন্তু খ্রীষ্টিনাকে দিল না। সেদিন খেলতে গিয়ে ইচ্ছে করে খ্রীষ্টিনাকে ধাক্কা দিল। তার খারাপ আচরণে খ্রীষ্টিনা কষ্ট পায় কিন্তু নীরবে সহ্য করে। ঈশ্বরের কাছে ক্লডিয়ার মন পরিবর্তনের জন্য সবসময় প্রার্থনা করে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গেলো। তারা দু'জন একই রাস্তা ধরে হাঁটছিলো। হঠাৎ ক্লডিয়া পা পিছলে পড়ে গেলো। তার কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে পড়ে গেলো। খ্রীষ্টিনা তার হাত ধরে উঠতে সাহায্য করলো। ব্যাগটা তার কাছে তুলে দিলো। খারাপ আচরণের বিনিময়ে ভালো আচরণ পেয়ে ক্লডিয়া অবাক হয়ে গেলো। তার মনে অনুশোচনা হলো। সে খ্রীষ্টিনার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এভাবে তারা দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো।

## একক কাজ

গল্পটি পড়ার পর চিন্তা করার জন্য তাদের তিন মিনিট সময় দিন। এবার তাদের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।

- ১। গল্পের কোন চরিত্রটি তোমার ভালো লেগেছে? কেনো ভালো লেগেছে?
- ২। কোন চরিত্রটি খারাপ লেগেছে? কেনো খারাপ লেগেছে?
- ৩। তোমার মতে খ্রীষ্টিনার চরিত্রে কি কি মানবীয় গুণ রয়েছে?
- ৪। ক্লডিয়ার মন পরিবর্তন হলো কেনো?

দশ মিনিট পর তাদের লেখা শেষ করতে বলুন এবং শ্রেণি দলনেতাকে খাতাগুলো সংগ্রহ করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা যে উত্তরগুলো লিখেছে তা থেকে কমন ও সঠিক উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। লক্ষ করুন যে ৩নং প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা মানবীয় গুণ ‘সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতা’ লিখেছে কি না। যদি কেউ লিখে না থাকে তবে আরও কিছু প্রশ্ন করে তা বের করে আনার চেষ্টা করুন।

## শিক্ষার্থীরা নিজের জীবনের গল্প বলবে

এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তাদের জীবনে এরকম কোনো গল্প আছে কি না। ৫/৬ জন শিক্ষার্থীদের গল্প বলার সুযোগ দিন। গল্প বলা শেষ হলে করতালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করুন।

## পর্যবেক্ষণ

লক্ষ করুন সব শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কি না।  
মূল্যায়ন- অংশগ্রহণমূলক রুব্রিক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন।

## শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।



সেশন ৩০

ফুলের পাপড়িতে নিজের গুণ সাজাও

## প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে পোস্টার পেপার, মার্কার পেন এবং আঠা প্রস্তুত রাখুন। দলের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক চিরকুটে দলগত আলোচনার প্রশ্নটি লিখে রাখুন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন যে তাদের পরিবারের সবাই ভালো আছে কি না। কারো পরিবারে কেউ অসুস্থ থাকলে তার/তাদের সুস্থতা কামনা করে সমবেত প্রার্থনা করুন।

### পোস্টার পেপারে প্রদর্শন

শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা অনুযায়ী ৩-৫ জন করে দলে ভাগ করুন। তাদের বলুন যে তাদের একটি প্রশ্ন দেওয়া হবে এবং দলে আলোচনা করে প্রশ্নটির উত্তর লিখতে হবে।

“কি কি মানবীয় গুণ আমাদের অন্যের প্রতি সহনশীল ও ক্ষমাশীল হতে সহায়তা করে?” এ প্রশ্ন-সম্বলিত চিরকুট প্রতিটি দলে সরবরাহ করুন।

### দলগত কাজের নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের এভাবে নির্দেশনা দিন, প্রতিটি দল পোস্টার পেপারে একটি সূর্যমুখী ফুল অঙ্কন করবে। দলনেতা ফুলটির মাঝখানের বৃত্তাকার অংশে “মানবীয় গুণাবলি” কথাটি লিখবে। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী বৃত্তের চারদিকে একটি করে পাপড়ি আঁকবে এবং সেই পাপড়িতে একটি গুণের নাম লিখবে।

এভাবে একটি সূর্যমুখী ফুল আঁকার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রশ্নটির উত্তর লেখার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। এ কাজের জন্য তাদের দশমিনিট সময় দিন। নিচে এ দলগত কাজের একটি নমুনা দেওয়া হলো।



সূর্যমুখী ফুলের মানবীয় গুণাবলি



এভাবে নির্দেশনা দিলে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নির্ধারিত সময় পরে দলনেতাগণ পোস্টার পেপারটি শ্রেণিকক্ষের চারদিকে রশিতে টাঙিয়ে দিবে। সবাই ঘুরে ঘুরে এগুলো দেখবে ও পর্যবেক্ষণ করবে। নিজ দলের সূর্যমুখী ফুলে যে গুণের নাম লেখা হয়নি তা যদি অন্য দল লিখে তবে শিক্ষার্থীরা তা নোটবুকে লিপিবদ্ধ করবে।

### পর্যবেক্ষণ

প্রিয় শিক্ষক, প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রশংসা করুন।

মূল্যায়ন- অংশগ্রহণ/উপস্থাপন যাচাই তালিকা ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং ফিডব্যাক দিন।

### বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের বাড়ির কাজ হলো তারা বাড়িতে গিয়ে মাতা-পিতা/ অভিভাবকের সাথে শত্রুর প্রতি সহনশীলতা ও ক্ষমার বিষয় নিয়ে কথা বলবে এবং এ বিষয়ে মাতা-পিতা/অভিভাবকের ধারণা লিপিবদ্ধ করবে। পরবর্তী সেশনে তারা শ্রেণিকক্ষে বাড়ির কাজ উপস্থাপন করবে এবং আপনি তা দেখে তাদের ফিডব্যাক দিবেন।



সেশন ৩১-৩২

## সহনশীলতা ও শত্রুকে ক্ষমা করা

### প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল রাখুন। মথি ৫:২১-২৪ এবং মথি ৫:৩৮-৪২ পাঠ করে শিক্ষার্থীদের কাছে কিভাবে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন সে বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসুন। বাইবেলের শিক্ষার আলোকে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর আচরণ লেখার নমুনা ছক তৈরি করে রাখুন। হাতের কাছে রং পেন্সিল, রশি ও আঠা রাখুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শূভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং সবাই মিলে নিচে প্রদত্ত গানটি বা সমতুল্য অন্য কোনো গান গেয়ে সেশন শুরু করুন।

তুমি যখন বেদিতে যজ্ঞ কর নিবেদন

তখন যদি একথা হয় তোমার স্মরণ

তোমার প্রতি কোনো ভাইয়ের আছে অভিযোগ

তুমি যজ্ঞ রেখে ফিরে যাও তার কাছে আগে  
প্রথমে মিলিত তুমি হও তার সনে  
পরে এসে অর্পিও যজ্ঞ মোর পানে।  
গীতাবলী- (গীতাঞ্জ ১২১)



যীশু শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

গান শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন যে আজ তারা পবিত্র বাইবেল থেকে শিষ্যদের কাছে বলা যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ বাণী শুনবে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে মথি ৫:২১-২৪, ৩৮-৪২, পদগুলো পাঠ করান। পাঠ করার সময় খেয়াল রাখুন যে তারা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না।

## ক্রোধের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

মথি ৫: ২১-২৪

শিক্ষার্থীদের বলুন, রাগ করা মহাপাপ। রাগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক খারাপ কাজ করি। ভাইকে ক্ষমা না করে গালমন্দ করি। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কি লেখা আছে।

‘তোমরা শুনেছ আগেকার লোকদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে, “খুন করো না: যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে।” কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, ‘তুমি অপদার্থ’: সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে তার ভাইকে বলে, ‘তুমি বিবেকহীন,’ সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে।

সেইজন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে বেদীর উপরে তোমার দান উৎসর্গ করবার সময় যদি মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কিছু বলবার আছে, তবে তোমার দান সেই বেদীর সামনে রেখে চলে যাও। আগে তোমার ভাইয়ের সংগে আবার মিলিত হও এবং পরে এসে তোমার দান উৎসর্গ কর।’

### সহজ করে বলুন

যীশু বলতে চেয়েছেন আমরা ভাইয়ের সাথে রাগ হয়ে কটুকথা বা গালমন্দ করলে ঈশ্বর আমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য অর্পণ করা পবিত্রতম কর্তব্য কিন্তু ভাইয়ের প্রতি সহনশীল না হলে ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন না। তাই আগে ভাইয়ের কাছে নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবো, পরে এসে ঈশ্বরের কাছে আমার দান উৎসর্গ করবো। ঈশ্বর চান যে ক্ষমা করে ও ক্ষমা চেয়ে আমরা যেন মিলন ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি।

### ছবি আঁকতে দিন

এবার বাইবেলের মথি ৫: ২১-২৪ পদের আলোকে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে বলুন। ছবির বিষয়বস্তু হবে এরকম বড়ো ভাই ছোটো ভাইয়ের সাথে রাগ হয়ে কথা বলছে (১ম ছবি), গির্জার/চার্টার উৎসর্গের বেদীর সামনে বড় ভাই ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু নৈবেদ্য উৎসর্গ না করে ছোটো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে (২য় ছবি) এবং বড়ো ভাই ছোটো ভাইকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরেছে (৩য় ছবি)। শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা ধারাবাহিকভাবে তিনটি ছবি আঁকবে যেখানে রাগ দমন করে ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের বিষয়টি ফুটে উঠবে।

এভাবে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার নির্দেশনা দিন। ছবি আঁকার কাজটি একক অথবা দলগত হতে পারে। ১০/১৫ মিনিট সময় দিন।

সময় শেষ হলে ছবিগুলো জমা নিন এবং ক্লাসরুমে রশির সাহায্যে টাঙিয়ে দিন যাতে এক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর ছবি দেখার সুযোগ পায়। সুন্দর ছবি অঙ্কনের জন্য তাদের প্রশংসা করুন।

মূল্যায়ন- অর্পিত কাজের রুব্রিক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন।

## প্রতিশোধের বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৫: ৩৮-৪২

কেউ আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে আমরাও যদি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি তবে সেটাকে প্রতিশোধ নেয়া বলে। কিন্তু যীশু বলেছেন আমরা প্রতিশোধ নিব না। কেউ যদি তোমার জিনিস কেড়ে নিতে চায় তবে প্রতিবাদ না করে দিয়ে দিও। অশান্তি করার চেয়ে আত্মত্যাগ করা শ্রেয়। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কি লেখা আছে।

“তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, ‘চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না: বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিয়ো। যে কেউ তোমার জামা নেবার জন্য মামলা করতে চায় তাকে তোমার চাদরও নিতে দিও। যে কেউ তোমাকে তার বোঝা নিয়ে এক মাইল যেতে বাধ্য করে তার সংগে দু’মাইল যেয়ো। যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে দিয়ো। আর যে তোমার কাছে ধার চায় তাকে দিতে অস্বীকার করো না।”

### সহজ করে বলুন

যীশু বলেছেন কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করলে আমরা প্রতিশোধ নিব না। কারণ প্রতিশোধ নিলে শত্রুতা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি অন্যায় সহ্য করে অন্যায়কারীর জন্য ভালো কিছু করি তবে তার মন পরিবর্তন হবে। সে সুপথে ফিরে আসবে এবং তার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। কেউ ধার চাইলে তাকে ধার দিব কারণ অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা প্রতিশোধ নিয়ে অন্যায়কারীর বিচার করব না। কারণ তার বিচার ঈশ্বর নিজেই করবেন।

### ভিডিও প্রদর্শন

এবার একটি ভিডিও দেখানোর মাধ্যমে প্রতিশোধ সম্পর্কে যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও তার অর্থ শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরুন। এখানে ভিডিও লিংক দেয়া হলো।

প্রতিশোধ সম্পর্কে যীশুর সত্যক বাণী।। Bengali Bible Story

<https://youtube.com/watch?v=AnYjXTgbQA@feature=share>

## জোড়ায় কাজ

কল্যাণকর আচরণ	অকল্যাণকর আচরণ
১। সহনশীল হওয়া	১। রেগে যাওয়া
২। ক্ষমা করা	২। প্রতিশোধ নেয়া
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

এবার শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসতে বলুন। জোড়ায় বসে তারা আলোচনা করবে যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার আলোকে কী কী কল্যাণকর আচরণ করা উচিত এবং কী কী অকল্যাণকর আচরণ পরিহার করা উচিত। আলোচনার মাধ্যমে তারা বিষয়টি অনুধাবন করে নিচের ছকটি পূরণ করবে। কাজটি করার জন্য তাদের দশ মিনিট সময় দিন।

নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি জোড়ার যে কোনো একজন পূরণকৃত ছকটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনা করবে। আপনি মন্তব্য করুন, প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন ও প্রশংসা করুন।

মূল্যায়ন-অংশগ্রহণ/উপস্থাপন যাচাই তালিকা ব্যবহার করে মূল্যায়ন।

## শেষ

ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।



সেশন ৩৩-৩৪

মিলেমিশে থাকা

## প্রস্তুতি

হাতের কাছে পবিত্র বাইবেল রাখুন। ভিডিও প্রদর্শনের জন্য মাল্টিমিডিয়া এবং এর বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক আছে কি না তা সে বিষয়ে প্রস্তুতি নিন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। নিচের গানটি অথবা সমতুল্য কোনো গান গেয়ে সেশন শুরু করুন।

ক্ষমার বাণী, ক্ষমার বাণী!  
বিশ্বত্রাতা মহাপ্রভুর প্রেম, ক্ষমার বাণী।।  
যীশু প্রেমময় মোদের লাগি' ক্ষমা চায়  
নম্র হয়েছে ক্রুশের 'পরে হায় হায়।  
অপরাধী নয়, ক্ষমার তরে সইলে সবী।।  
আত্মত্যাগী নিজেরে করেছে উজাড়  
এই তো তারি প্রেমের পরিচয়।  
মমতা দিয়ে গড়া ওরে তাঁর হৃদয়খানি।।  
(গীতাবলী: গীতাঞ্জ ৯৩২)

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

## শত্রুকে ভালবাসবার বিষয়ে শিক্ষা

মথি ৫: ৪২-৪৮

শিক্ষার্থীদের বলুন যে যারা আমাদের ক্ষতি করে তারা আমাদের শত্রু। তাদের আমরা ঘৃণা করি। ফলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়, দূরত্ব বাড়ে। কিন্তু শত্রুদের ভালোবাসলে তাদের মন পরিবর্তন হবে এবং তারা আমাদের বন্ধু হবে। চলো দেখি যীশুখ্রীষ্ট এ বিষয়ে আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন। যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে মথি ৫:৪২-৪৮ পদ পাঠ করান।

“তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে ভালবেসো এবং শত্রুকে ঘৃণা করো।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও ভালবেসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো। যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন। যারা তোমাদের ভালবাসে কেবল তাদেরই যদি তোমরা ভালবাস তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? কর-আদায়কারীরাও কি তা-ই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের নিজেদের লোকদেরই শুভেচ্ছা জানাও তবে অন্যদের চেয়ে বেশী আর কি করছ? অযিহুদীরা কি তা-ই করে না? এইজন্য বলি, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।”

### সহজ করে বলুন

পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সব মানুষ ঈশ্বরের দয়ায় বেঁচে আছে। যীশুর সময়ে সমাজে যিহুদী ও অযিহুদীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলো না। ফলে সমাজে হানাহানি লেগে থাকতো। ঈশ্বর তার সব সন্তানদের সমানভাবে

ভালোবাসেন। তাই আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে শত্রু-মিত্র সবাইকে ভালোবাসবো। শত্রুদের ক্ষমা করবো আর তাদের জন্য প্রার্থনা করবো যেন তারা সুপথে ফিরে আসে। ক্ষমাশীল ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরাও ভাইয়ের প্রতি ক্ষমাশীল হবো।

## ভিডিও প্রদর্শন

শত্রুকে ক্ষমা করার বিষয়ে এখন নিচের যেকোনো একটি ভিডিও দেখাতে পারেন। ভিডিও দেখানোর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন যেন ভিডিওর ভাষা ও ছবি সহজবোধ্য ও বয়সপোযোগী হয়।

১। যীশু বলেছেন শত্রুকেও ভালবাসতে, কিন্তু কেন?। Bible Quotes in Bengali

<https://youtube.com/watch?v=Oma6yDLmilk@feature=share>

২। The Story of Two Friends-A Short Lesson About Forgiveness

<https://youtube.com/watch?v=OxOoT3CAGHA@feature=share>

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে বাইবেল পাঠ ও ভিডিও তাদের কাছে কেমন লেগেছে। যারা বলতে আগ্রহী তাদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে বলতে দিন।

## একক কাজ

### ১। প্রণোত্তর লেখা

শিক্ষার্থীরা বাইবেল পাঠ এবং ভিডিও দেখে ও শুনে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন---

- শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য কী?
- আমরা কেন শত্রুকে ভালোবাসবো?
- তুমি কিভাবে শত্রুর মনে সন্তাব জাগাতে পারো?

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর লেখা শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে তা উপস্থাপন করবে।

### ২। গল্প লেখা

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা প্রত্যেকে ‘শত্রুকে ক্ষমা করলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ সাধিত হয়’ এ বিষয়টিকে মূলভাব ধরে একটি ছোট গল্প লিখবে। বাইবেল পাঠ ও ভিডিও দেখে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা প্রয়োগ করে দশ মিনিটের মধ্যে একটি ছোট গল্প লিখে জমা দিতে বলুন। লেখা শেষ হলে গল্পগুলো পড়ে মূল্যায়ন করুন। কারো গল্পের বিষয়বস্তু সঠিক না হলে তাকে আবার লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন- অর্পিত কাজের রুব্রিক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশন শেষ করুন





সেশন ৩৫-৩৬

## মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করো

### প্রস্তুতি

গত সেশনগুলোতে বাইবেল পাঠ যে শিক্ষা দেয় তার সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাগুলো মিল করে মুক্ত আলোচনা করার জন্য প্রস্তুতি নিন।

### বাস্তবায়ন

#### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং বিশ্বের শান্তি কামনা করে সমবেত প্রার্থনা করে সেশন শুরু করুন।

#### মুক্ত আলোচনা করুন

ক্রোধ পরিহার করে সহনশীল হওয়া, প্রতিশোধের পরিবর্তে সাহায্য করা এবং সহনশীল হয়ে শত্রুকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসা---ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করুন। তাদের বলুন যে রাগ, প্রতিশোধ ও শত্রুতা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে ক্ষমা ও সহনশীলতা মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। ক্ষমা ও সহনশীলতার অভাবে পরিবারে ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যীশুর শিক্ষা আমাদের শান্তিময় সমাজ ও দেশ গড়তে আহ্বান করে।

শিক্ষার্থীরা কোনো প্রশ্ন করলে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন।

#### বাস্তব জীবনের ঘটনা উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের বলুন, ‘আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিদেশে মানুষের মধ্যে ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতার অভাবে নানা অকল্যাণকর ঘটনা ঘটছে। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। তোমরা এখন দলে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

#### দলগত কাজের নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী ৪-৫ জন করে কয়েকটি দলে বসতে বলুন।

তাদেরকে বলুন যে তারা দলে বসে রাগ হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া ও শত্রুর প্রতি ঘৃণাবোধের কারণে সংঘটিত

কয়েকটি অকল্যাণকর ঘটনা শনাক্ত করে লিখবে। নিচের ছক ব্যবহার করে লিখতে বলুন।

অকল্যাণকর ঘটনা
১। এসিড নিক্ষেপ
২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ
৩।
৪।

প্রতিটি দল তাদের লেখা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

সবগুলো দলের উপস্থাপনা শেষ হলে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশংসা করুন।

মূল্যায়ন- উপস্থাপন যাচাই তালিকা ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন।

### বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, ক্ষমাশীল ও সহনশীল হয়ে তারা বাড়িতে দুটি কাজ করবে এবং আগামী সেশনে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করবে। এ অভিনয় তারা জোড়ায় করবে। অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট তারা নিজেরা তৈরি করে পরবর্তী সেশনে জমা দিবে। তাদের বলুন তারা যেন অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক ও সামগ্রী নিয়ে আসে। পরবর্তী ধর্মশিক্ষা সেশনের পূর্বে তিন দিন পাওয়া যাবে এরকম চিন্তা করে বাড়ির কাজ দিবেন।

### শেষ

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।



সেশন ৩৭-৩৮

## ভূমিকাভিনয়

### প্রভুতি

ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট জমা নিয়ে সংশোধন করুন। শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মহড়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন করেছেন কি না তা লক্ষ করুন। অভিনয়ের স্থান, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত আছে কি না তা দেখুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। সামসংগীত/গীতসংহিতা ১১৬:৫-৮ পদ সকলের সাথে সুর মিলিয়ে পাঠ করুন।

“সদাপ্রভু দয়াময় ও ন্যায়বান;  
আমাদের ঈশ্বর মমতায় পূর্ণ।  
সদাপ্রভু সরলমনা লোকদের রক্ষা করেন;  
আমি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম  
কিন্তু তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।  
হে আমার প্রাণ, আবার শান্ত হও,  
কারণ সদাপ্রভু তোমার অনেক মংগল করেছেন।  
হে সদাপ্রভু, তুমিই মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,  
আর পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আমার পা রক্ষা করেছ।”

অন্যের প্রতি সহনশীল আচরণ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে ও ক্ষমা করেছে- এ রকম একটি বা দু’টি কাজ শিক্ষার্থীরা করেছে এবং সেটা অভিনয় করার জন্য তারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছে। এ স্ক্রিপ্ট জমা নিন এবং সংশোধন করুন। এবার তাদের মহড়া দিতে বলুন এবং আপনি দেখুন তা ঠিক হচ্ছে কি না। মহড়া শেষ হলে এবার এক জোড়া করে অভিনয়ের জন্য ডাকুন। অভিনয় শেষ হলে কার অভিনয়ে সহনশীলতা ও ক্ষমা করার বিষয়টি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে তা বলুন। তাদের প্রশংসা করুন। তাদের বলুন যে প্রাত্যহিক জীবনে তারা যেন ক্ষমা ও সহনশীলতার বিষয়ে যীশুর মহৎ শিক্ষা ভুলে না যায়।

মূল্যায়ন-অংশগ্রহণ/উপস্থাপন যাচাই তালিকা/চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং ফিডব্যাক দিন।

### শেষ

ক্ষমাশীল ও সহনশীল হওয়ার জন্য মানসিক শক্তি চেয়ে একজন শিক্ষার্থীকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলুন। এরপর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সেশন শেষ করুন।



যোগ্যতা নম্বর

৩

বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা

২

সেশন সংখ্যা

১৮

এই যোগ্যতায় দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা অষ্টম শ্রেণির তৃতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার্থী খ্রীষ্টধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারবে এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

প্রিয় শিক্ষক, তৃতীয় যোগ্যতার “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা” অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি সম্পাদনের সময় খেয়াল রাখুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা খ্রীষ্টধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার দক্ষতা অর্জন করে। এটাই এই যোগ্যতার মূল কামনা।

আলাদা আলাদা সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।



# তৃতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৩৯-৪৮

পর্যন্ত



সেশন ৩৯

## সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রস্তুতি

### প্রস্তুতি

সেশনটি শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার জন্য আপনাকে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ১ম যোগ্যতার ১ম অভিজ্ঞতায় পরিদর্শনের সাথে মিল করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। প্রথমেই আপনি সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি কোন শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে যাবেন। শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানটি কোথায় এবং কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে নাকি সকল শিশুদের নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি কী প্রি-স্কুল, অ-প্রাতিষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক না কি মিশনারি স্কুল, খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালিত চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র, দাতব্য সেবা প্রতিষ্ঠান, ফ্রি ফ্রাইডে চিকিৎসা সেবা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিন। যদি পূর্বে উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করানো হয়, তাহলে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন না করে অন্য ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করুন।

স্থান নির্বাচনের পর আপনাকে আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনাকে ঐ শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনা করে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হবে। আপনাকে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরিমিত সময়ের পূর্বেই মাতা-পিতার কাছে অনুমতি পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। মাতা-পিতার কাছ থেকে স্বাক্ষরকৃত অনুমতি পত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করুন। বইয়ের পরিশিষ্টে অনুমতি পত্রের নমুনা সংযুক্ত করা আছে। আপনি উক্ত অনুমতি পত্র ব্যবহার করুন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য স্কুল চলাকালীন সময়ে যেতে পারেন। আপনি ছুটির দিনেও পরিদর্শনে যেতে পারেন। মনে রাখুন যে পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের কিছু নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। নিরাপত্তা চেকলিষ্ট এই বইয়ের পরিশিষ্টে দেয়া আছে। আপনি উক্ত নিরাপত্তা চেকলিষ্ট ব্যবহার

করুন। শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনে যাবার উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ও সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলুন। যদি কোনো শিক্ষার্থী পরিদর্শনে যাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন করে বা জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলুন। যত্নসহকারে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিদর্শন কার্যক্রমটি পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করুন।

কখন ও কোথায় শিক্ষার্থীদের আসতে হবে। কী কী জিনিসপত্র তাদের নিয়ে আসতে হবে তা তাদের পূর্ব থেকেই অবহিত করুন, যেমন- ব্যাগ, নোটবুক, কলম, পানি ইত্যাদি। সকালের নাস্তা বা দুপুরের খাবার বা বিকালের নাস্তা বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিন। শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। পরিদর্শনকালীন সময়ে পরিবহন বা যানবাহন ব্যবহার করা হলে সতর্কতা ও সাবধানতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকুন।

পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কিভাবে আচরণ করবে। সেখানে তাদের করণীয় কী, আচরণ কী রকম হবে তা আগেই জানিয়ে দিন। সাক্ষাৎকারের বিষয় থাকলে শিক্ষার্থী কোথায়, কখন ও কার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিন।

শিক্ষার্থীরা পরিদর্শনকালীন কতটুকু সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।



সেশন ৪০-৪১

পরিদর্শনে যাওয়া

বাস্তবায়ন

**শুরু**

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শুরু করুন। শিক্ষার্থীরা কেমন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন। পরিবারের লোকজন কেমন আছে তা জেনে নিন।

**পরিদর্শনে যাবার পূর্বে আপনার করণীয়**

সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছে কি না তা লক্ষ্য করুন। সবাই সুস্থ আছে কি না জেনে নিন। শিক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। যানবাহনে ওঠার পূর্বে নিরাপদ যাত্রার জন্য আপনি নিজে প্রার্থনা করুন বা কোনো শিক্ষার্থীকে প্রার্থনা করতে বলুন।

**পর্যবেক্ষণ**

শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিদর্শন স্থানে পৌঁছালে সব কিছু সঠিকভাবে আছে কি না দেখে নিন। পরিদর্শনে কোন্ বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করুন এবং সে সব ক্ষেত্র পরিদর্শনে বেশি সময় দিন। শিক্ষার্থী যেন আনন্দের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেদিকে নজর দিন।

শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে সমাজ সেবায় ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে যেন শিক্ষার্থীরা জানতে পারে সেদিকে তাদের পরিচালিত করুন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী কথা বলা বা শিক্ষক-শিক্ষার্থী কথা বলা অথবা দলগতভাবে আলোচনার আয়োজন করুন। শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড ও সমাজ সেবায় তাদের অবদান বিষয়ে ধারণা লাভের সুযোগ তৈরি করে দিন।

সেবাকাজের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য পূর্ব জ্ঞান ও বর্তমানে প্রদর্শিত অভিজ্ঞতা সমন্বয় করার জন্য শিক্ষার্থীদের বলুন যে, “দেখো, কিভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, গরিব মায়েরা, অসুস্থ লোকেরা, অসুস্থ শিশুরা বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা সেবা পাচ্ছে। আয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে শিক্ষা পাচ্ছে। তাদের অনেকেরই বাড়ি-ঘর নাই, চাকুরি নাই, খাবার নাই, চিকিৎসার জন্য টাকা নাই। কেউ কেউ আছে তোমাদের মতই অল্প বয়সের।”

আপনি বলুন যে প্রতিষ্ঠানটি যে কাজ করছে তা এক ধরনের সেবার কাজ। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানব সেবায় কাজ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিষয়গুলো ভালো লেগেছে তা নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

## অর্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সমন্বয় করে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ে যে ধারণা লাভ করেছে তার একটি বিবরণী বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

## শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশন সমাপ্ত করুন।



সেশন ৪২-৪৩

## পরিদর্শন কাজের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন

## প্রস্তুতি

আপনি শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের জন্য দু’টি বা তিন’টি দলে ভাগ করুন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাপেক্ষে দল বিভাগ করুন। দলগত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত রাখুন যেমন- পোষ্টার পেপার, সাইন পেন, পিন ইত্যাদি।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনটি শুরু করুন। ছোট একটি প্রার্থনা পরিচালনা করুন।

### দলগত কাজ

শিক্ষা/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা দলগতভাবে আলোচনা করতে বলুন। লক্ষ্য রাখুন যে আলোচনার মূল বিষয় টিভি নিউজের মত একটি নিউজ তৈরি করা। কখন প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে, মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে, মানুষ কীভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে, সমাজের সেবায় কীভাবে কাজ করছে, পরিবেশ সংরক্ষণে কীভাবে ভূমিকা রাখছে এ বিষয়গুলো যেন নিউজে আসে, তা খেয়াল রাখুন। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করছে কি না তা নিশ্চিত করুন। নিউজ তৈরিতে একাধিক সেশন প্রয়োজন হতে পারে। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে দলনেতা তৈরি করে দিন।

### বাড়ির কাজ

টিভি নিউজটি বাড়িতে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা করতে বলুন। মা-বাবা/অভিভাবক যেন পরিদর্শনের উপকারিতা অনুধাবন করতে পারে এবং নিউজ লেখায় সন্তানের পারদর্শিতা উপলব্ধি করতে পারে। নিউজটি মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনার পর তাদের অভিব্যক্তি নোট বইয়ে লিখে আনবে। মা-বাবার অভিব্যক্তি থেকে কোন বিষয়টি নিউজে যুক্ত করে নিউজকে আরও সমৃদ্ধশালী করা যায় শিক্ষার্থীকে তা অন্তর্ভুক্ত করতে বলুন।

### উপস্থাপন

নিউজটি পর্যায়ক্রমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন। নিউজ উপস্থাপনকালে অন্য শিক্ষার্থীকে উক্ত নিউজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো নোট বইয়ে লিখতে বলুন।

### শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে সমাপ্ত করুন।





সেশন ৪৪

## বাইবেলে সুস্থতা লাভের ঘটনা

### প্রস্তুতি

আপনি বাইবেল পাঠ, গল্প, ভিডিও ও ছবি ব্যবহার করে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত আলোচনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করুন। ছোট একটি প্রার্থনা করুন।

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, পবিত্র বাইবেলে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ে অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা বিষয় দু’টি মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং মৌলিক চাহিদা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানব সেবায় এই বিষয় দু’টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেল এর হিতোপদেশ ২২:৬ পদ ও মথি ৯:১-৮পদের আলোকে চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় যীশুর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরুন।

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

### অবশ-রোগী সুস্থ হল

মথি ৯:১-৮পদ

‘পরে যীশু নৌকায় উঠে সাগর পার হয়ে নিজের শহরে আসলেন। লোকেরা তখন বিছানায় পড়ে থাকা একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে আনল। সেই লোকদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই রোগীকে বললেন, “সাহস করো। তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।” এতে কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষক মনে মনে বলতে লাগলেন, “এই লোকটা ঈশ্বরকে অপমান করছে।” যীশু তাঁদের মনের চিন্তা জেনে বললেন, “আপনারা মনে মনে মন্দ চিন্তা করছেন কেন? কোনটা বলা সহজ, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল, না, “তুমি উঠে বেড়াও”? আপনারা যেন জানতে পারেন এই পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে”-এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, “ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি যাও।” তখন সে উঠে তার বাড়িতে চলে গেল। লোকে এই ঘটনা দেখে ভয় পেল, আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল।’



অবশ রোগী সুস্থ হওয়ার দৃশ্য

### আপনার করণীয়

উপরে বর্ণিত বাইবেলের পদগুলো আপনি পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দিয়েও পড়াতে পারেন। পড়ানো শেষ হলে আপনি এই অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। তাদের কাছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ পাঠ দু'টি ব্যাখ্যা করুন। ব্যাখ্যা করার সময় উপরের ছবিটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এ ছবিটি শিক্ষার্থীর বইয়েও দেয়া আছে।

### ব্যাখ্যা

বাইবেলের এ অংশে মানুষের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। যীশু এ

অবশ-রোগীকে সুস্থ্য করে মানব সেবায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। যারা অসুস্থ্য আছেন তাদের সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের চারপাশে অনেক অসুস্থ্য মানুষ আছে তাদেরও সেবা করা প্রয়োজন। তাদের শরীরে ও মনে অনেক কষ্ট আছে। তারা সুস্থ্য হতে চায়। যীশু ঐ লোকটিকে সুস্থ্য করলেন এবং তার নিজের সমাজে যেতে বললেন। তিনি সুস্থ্য হয়ে নিজের সমাজে গিয়ে বসবাস করলেন। আমাদের একটা সুস্থ্য সমাজ প্রয়োজন। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিলে থাকা প্রয়োজন।

## অভিনয় করা

যীশুর বলা এই ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে বলুন। অভিনয় করার জন্য আপনি তাদের সহযোগিতা করুন এবং প্রয়োজনে কিছু নির্দেশনা প্রদান করুন। অভিনয়ের জন্য সময় বরাদ্দ করে দিন। অভিনয়ের সময়ে যেনো শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকে নজর দিন। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে শিক্ষার্থীদের মনোনীত করতে সুযোগ দিন। অভিনয় শেষে করতালি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

## প্রশ্নের মাধ্যমে জানা

চিকিৎসা ও নার্সিং সেবা বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের ধারণাকে আপনি আরও মূর্ত করে তুলুন।

১. যে লোকটিকে যীশুর কাছে আনা হয়েছিল তার কোন ধরনের অসুস্থ্যতা ছিলো?
২. যীশু তাকে কি বললেন?
৩. সুস্থ্য হয়ে লোকটি কি করেছিলেন?
৪. উপস্থিত লোকেরা কি করেছিলেন?



সেশন ৪৫

চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল

বাস্তবায়ন

## শুরু

অডিও, ভিডিও, ছবি, পোস্টার ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেলের চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় তার অবদান ও বাইবেলের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে বাইবেলে বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবার আলোকে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় পৃথিবীব্যাপী বিশেষ বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আপনি তাদের বলুন যে, ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেলের জীবন, চিকিৎসা ও সেবাকাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

## ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল'কে আলোকবর্তিকা বা The Lady With the Lamp নামে ডাকা হয়। তিনি ১৮২০ সালের ১২মে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সনের ১৩ আগস্ট লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সেবা কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি তার আহ্বানের মধ্য দিয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট হাস ও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে নার্সিং পেশা বেছে নিয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আধুনিক নার্সিংয়ের মূল দার্শনিক। নার্সিং শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক করার জন্য তার প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি মিডওয়াইফ এবং নার্সদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল'কে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় তুরস্কে ব্রিটিশ এবং মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের নার্সিং সেবাদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি দিনরাত অত্যন্ত যত্নের সাথে আহতদের সেবায় কাজ করেছেন, শুধু তাই নয় কিন্তু অসুস্থ সৈন্যদের অভূতপূর্ণ সেবা প্রদান করেছিলেন। সৈন্যদের স্ত্রীদের লঙ্ঘিত ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে তারা পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করাসহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন। ঐ সময় কলেরা ও বিভিন্ন ধরনের ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাকার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছিল, তিনি তাদের সেবার দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন, রোগীর সঠিক পরিচর্যা, গুণগত মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ চিকিৎসা সেবায় প্রভূত উন্নয়ন করেন। হাসপাতালগুলোতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বাস্থ্যসেবায় নিজের জীবন চূড়ান্তভাবে উৎসর্গ করেন।



ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল’কে দক্ষতাপূর্ণ সেবা কাজের জন্য “ইনস্টিটিউশন ফর সিক জেন্টেলওমেন”এর সুপারিনটেনডেন্ট পদে লন্ডনে নিয়োগ দেয়া হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল ১৯০৭ সনে “অর্ডার অব মেরিট”প্রাপ্ত প্রথম নারী। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর “১২মে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস”পালিত হয়। আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসে তার জন্ম স্মরণ করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা করা হয়।

সমাজ সংস্কারক ও পরিসংখ্যানবিদ হিসেবেও ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেলের ভূমিকা অনন্য। চিকিৎসা সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেলের চিন্তা, সেবা, উন্নয়ন ও পরিচর্যার ধারণা সারা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে। নার্সিং সেবায় তার ব্যবহৃত মডেল অনুকরণীয়। চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাজগতে ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল এর অবদান ও ত্যাগস্বীকার স্মরণীয় ও বরণীয়। আমাদের চারপাশ, বিদ্যালয় ও পরিবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা খুবই দরকার।

## প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

নিচের প্রশ্নের আলোকে ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় কী কী ভূমিকা রেখেছিলেন এবং বাইবেলের আলোকে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

১. ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেল’কে কী নামে ডাকা হয়? তাকে কোন্ পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল?
২. চিকিৎসা ও নার্সিং সেবাকাজে ফ্লোরেন্স নাইটিঞ্জেলের ভূমিকা বর্ণনা করো।
৩. আন্তর্জাতিক নার্স দিবস কত তারিখ? ঐ দিনে কী করা হয়?



সেশন ৪৬

## খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র

পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলী বেশ কিছু চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সব প্রতিষ্ঠান গুণগতমানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে এবং গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এদের মধ্যে মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল, ল্যান্স হাসপাতাল, ফাতিমা হাসপাতাল, ব্যাপ্টিস্ট মিড মিশন হাসপাতাল, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা, করমতলা জেনারেল হাসপাতাল ও খ্রীষ্টিয়ান মিশন হাসপাতাল-রাজশাহী ইত্যাদি।





মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল

### প্রশ্নের মাধ্যমে জানা

নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালিত চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা নিন।

১. খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালিত কয়েকটি চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখো।
২. খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালিত চিকিৎসা সেবার ধরন বর্ণনা করো।

### শিক্ষার মাধ্যমে সেবা

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, চিকিৎসা ও নার্সিং সেবায় অনেক মানুষের যেমন বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তেমন শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খ্রীষ্টমন্ডলী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নটরডেম কলেজ-ঢাকা, নটরডেম কলেজ-ময়মনসিংহ, নটরডেম ইউনিভার্সিটি-ঢাকা, হলি ক্রস কলেজ-ঢাকা, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-ঢাকা, ওয়াই.ডাব্লিউ.সি.এ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়-ঢাকা, কেরি মেমোরিয়াল হাই স্কুল-দিনাজপুর, ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল-ঢাকা, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-বরিশাল, ব্যাপ্টিস্ট মিশন বয়েজ হাই স্কুল ও গার্লস স্কুল-বরিশাল, সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল এন্ড কলেজ-দিনাজপুর, সেন্ট আলফ্রেডস হাই স্কুল-পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল, আওয়ার লেডী অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা ইত্যাদি।



হলি ক্রস কলেজ-ঢাকা

এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সাথে সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে যেমন- কম খরচে গুণগত মানের শিক্ষা প্রদান, গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা করা, মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জানান যে, পবিত্র বাইবেল থেকেও শিক্ষার মাধ্যমে সেবা প্রদান বিষয়ে আপনি তাদের সাথে আলোচনা করবেন।



ব্যাপ্টিস্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল



পবিত্র বাইবেল এর হিতোপদেশ ২২:৬ পদে লেখা আছে, “ছেলে বা মেয়ের প্রয়োজন অনুসারে তাদের শিক্ষা দাও, সে বুড়ো হয়ে গেলেও তা থেকে সরে যাবে না।” পবিত্র বাইবেল সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতিগোষ্ঠী সমাজ বিনির্মাণে খুব সহজেই বিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। সমাজ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নাই এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ প্রয়োজন। সমাজ মানুষের কাছে বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রত্যাশা করে। শিক্ষা দ্বারা তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই বাইবেলে লেখা আছে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হলে সেই শিক্ষা প্রাচীনকাল পর্যন্ত তারা ধরে রাখতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান ধারণ করে ও অভিজ্ঞতাগুলো সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে সকলের সাথে মিলেমিশে বসবাস করা সহজ হয়ে যাবে। বিশেষভাবে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

## শিক্ষকের নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় ছোটো ছোটো বেশ কিছু কাজ করতে পারে। কাজগুলো করার মাধ্যমে তারা অনেক আনন্দ খুঁজে পাবে অন্যদিকে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। শিক্ষার্থীরা নিজে এলাকায় যে কাজগুলো করতে পারে সেগুলো হলো-

- ক. নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান করা।
- খ. বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।
- গ. অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।
- ঘ. নিজ এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

## শিক্ষার্থীদের ভেবে উত্তর দিতে বলুন-

১. কীভাবে এলাকা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় লেখো।
২. খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালিত শিক্ষায় যাদের ভূমিকা রয়েছে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।

## অর্পিত কাজ

শিক্ষাসেবা কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থী নিজ এলাকায় কোন কোন কাজ করতে পারে সে বিষয়ে তাদের চিন্তা করতে বলুন। তাদেরকে বলুন যে তাদের এলাকায় কোন কোন সেবা কাজ করা যায়। তাদের চিন্তার সহায়তার জন্য আপনি কিছু ধারণা প্রদান করতে পারেন। যেমন- শিক্ষার্থীর নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও নিজ এলাকা পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন রাখা কার্যক্রম ইত্যাদি।

## শেষ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিন।





সেশন ৪৭-৪৮

## উপস্থাপনের তথ্যবিবরণী

### প্রস্তুতি

এই সেশনে শিক্ষাসেবা কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত রাখুন যেমন- কাগজ, রশি, পিন, স্ট্যাপলার, ব্যানার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দ্রব্য সামগ্রী, লিফলেট ইত্যাদি।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনটি শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের মাতা-পিতা বা অভিভাবক কেমন আছে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিন।

### উপস্থাপনের তথ্যবিবরণী

উপস্থাপনায় যা যা থাকতে পারে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো।

### শিরোনাম

শিক্ষার্থী যে কাজটি তার এলাকায় করেছে সেই কাজের শিরোনাম লিখবে।

### সূচনা

একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যেখানে শিক্ষার্থী কোথায় কাজটি সম্পন্ন করেছে সে সম্পর্কে লিখবে।

### ভালো কাজটির বর্ণনা

শিক্ষার্থীকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে কাজটির বিবরণী লিখতে বলুন যেমন- কাজটি কত তারিখ করা হয়েছে, কখন কাজটি করেছে, কী কাজ করেছে ও কাজের বিস্তারিত বিবরণী উল্লেখ করতে বলুন।

### ভালো কাজটি বাছাই করার কারণ

শিক্ষার্থীকে একটি অনুচ্ছেদে লিখতে বলুন যে কেনো সে ভালো কাজটি বেছে নিয়েছে।

## শিক্ষার প্রতিফলন

কাজটি করার মাধ্যমে যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লিখতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের বিষয়টিতে আনন্দ এবং উৎসাহ দেয়ার জন্য একটি ব্যানার তৈরি করতে পারেন। যে ব্যানারে সুন্দর করে “উপস্থাপন” কথাটি লিখে দিতে পারেন। ব্যানারটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যেখানে উপস্থাপন করবে তার পিছনে টাঙিয়ে দিতে পারেন। ব্যানারটি একটু রঞ্জিন হলে ভালো হয়।

## উপস্থাপন

শিক্ষাসেবা কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর নিজ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও নিজ এলাকা পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন রাখা কার্যক্রম অথবা শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজ দু’টি করেছে, তার মধ্য থেকে যে কাজটি উপস্থাপন করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে সেই কাজটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন। পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করতে বলুন। যদি দলগতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকে তাহলে দল থেকে একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লিখে আনা কাজগুলো পড়ুন এবং কী কারণে শিক্ষার্থী উপস্থাপিত কাজগুলো করেছে তা জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থী কাজটি কীভাবে উপস্থাপন করবে তা জেনে নিন। কোনো বিষয়ে সহযোগিতা প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীর উপস্থাপনের জন্য তা করুন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষে তাকে ফিডব্যাক দিন।

## শেষ

কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে এমন উৎসাহমূলক কথা বলে ও শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে সমাপ্ত করুন।

## মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/চেকলিস্ট এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। একটি নমুনা উপস্থাপনা যাচাই-তালিকা/ চেকলিস্ট পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।



# তৃতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৪৯-৫৬

পর্যন্ত



সেশন ৪৯

ছবিতে উৎসব

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক উৎসব, অনুষ্ঠান, এবং ঘটনা যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলো একাধিক স্থির চিত্র দেখানোর জন্য প্রস্তুত রাখুন। উদাহরণস্বরূপ একুশে বই মেলা, পহেলা বৈশাখ, মজল শোভাযাত্রা, বড়োদিন অথবা সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া এই জাতীয় অন্য কোনো বিষয়।

বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া থাকলে সেটির মাধ্যমে স্থির চিত্রগুলো প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখুন। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের জন্য আনুষঙ্গিক সকল উপকরণ যেমন মাল্টিমিডিয়া, স্ক্রিন, মাল্টিপ্লাগ, কম্পিউটার, এসডিএমআই কার্ড, চার্জিং এডাপ্টর কাজ করে কিনা চেক করুন। স্ক্রিনের স্থান, উচ্চতা এবং কালার ঠিকভাবে স্থাপন করুন যেন সকল শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে দেখতে পায়। শিক্ষার্থীদের এমনভাবে বসান যেন তারা সকলে প্রজেক্টরের স্ক্রিনের স্থির চিত্রগুলো ভালো করে দেখতে পায়।

স্কুল প্রজেকশনের ব্যবস্থা না থাকলে স্থির চিত্রগুলো দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করুন। পোস্টারটি রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখুন অথবা ক্লিপ বোর্ড থাকলে তাতে আটকে রাখুন যেন সকলে সুন্দরভাবে দেখতে পায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যে একটি করে পোস্টার কার্ড, পেন্সিল ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ আঠা সংগ্রহে রাখুন।



অমর একুশে বইমেলা



বৈশাখি মেলা





দুর্ঘটনা



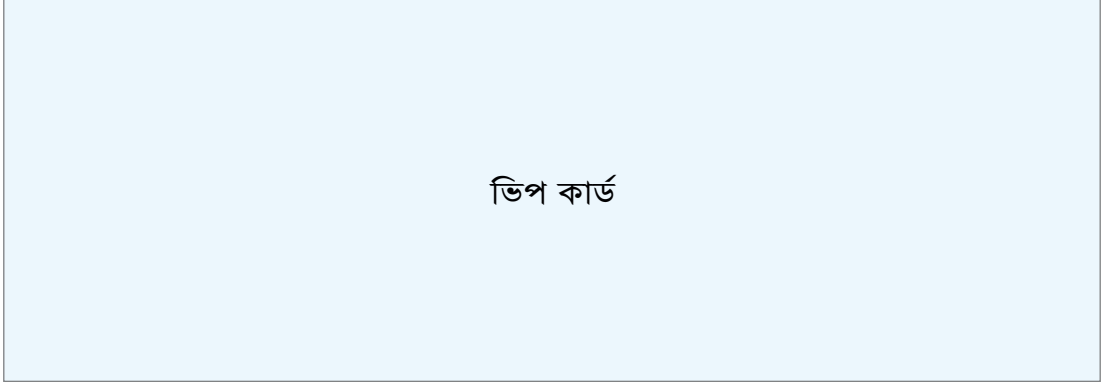
বড়োদিন

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। তারা কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করুন। একটি সমবেত ছোটো শুরুর প্রার্থনা করুন। অতঃপর, শিক্ষার্থীদের পোস্টারের স্থির চিত্রগুলো ভালো করে দেখতে বলুন।

স্থির চিত্রগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তাগুলো জানার জন্য শ্রেণিকক্ষে একটি একক কার্যক্রম দিন। ছবির ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করে তাদের ধারণাগুলো একটি ভিপ কার্ডে লিখে রাখতে বলুন। ভিপ কার্ডের নমুনা এখানে দেওয়া হলো।



### শেষ

শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেশনটি সমাপ্ত করুন।



সেশন ৫০-৫১

দলগত কাজ

### প্রস্তুতি

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা একটি দলগত কাজ করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি দলে প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী যেমন পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড, পেন্সিল, মার্কার, আঠা, পিন ইত্যাদি সরবরাহ করুন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তারা কেমন আছে তা জিজ্ঞেসা করুন। প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করুন। তারা ১, ২, ৩ ... এভাবে গণনা করবে। একই সংখ্যার সকলে মিলে একেকটি দল গঠন করবে। প্রতিটি দলকে একটি করে পোস্টার দিন। পূর্বের সেশনের ভিপি কার্ডগুলো পোস্টারের বামপাশে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে বলবেন। নিজের উপলব্ধির সাথে অন্যের ভিন্ন ভাবনা যুক্ত করতে বলুন। প্রাপ্ত ধারণার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে দলগত আলোচনা করবে। উত্তরগুলো পোস্টারের ডানপাশে লিখবে।

### নমুনা প্রশ্ন

১. তোমরা কোন কোন উৎসব, অনুষ্ঠান বা ঘটনার ছবি দেখেছো?
২. ছবিগুলোতে কোন কোন শ্রেণি, পেশা বা ধর্মের মানুষ আছেন?
৩. ছবিতে তারা কী করছেন?
৪. ছবিগুলো থেকে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির কী চিত্র দেখতে পাওয়া যায়?

তাদের পোস্টার পেপারগুলো মার্কেট প্লেস (market place) করতে বলুন। এক দলের কাজ অন্য দলকে পরিদর্শন করতে বলুন। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোন চিন্তা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজ দলের লেখার সাথে যুক্ত করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে শ্রেণিকক্ষে তাদের দলগত চিন্তাগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। এই কাজের জন্য সময় ঠিক করে দিন।

### পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীরা স্থির চিত্রগুলো এককভাবে কতটুকু যোগ্যতার সাথে উপলব্ধি করেছে এবং পোস্টার দেখে অন্যের নতুন চিন্তাগুলো কতটুকু আন্তরিকতার সাথে নিজের চিন্তার সাথে যুক্ত করেছে তা পর্যবেক্ষণ করুন। শিক্ষার্থীদের কাজ মূল্যায়ন করে প্রতিক্রিয়া জানান।

### বাড়ির কাজ

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব (বড়দিন, ঈদ, দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা) সম্পর্কে পরিবারের মা-বাবা/ অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী সেশনে জমা দিতে বলুন।

### শেষ

শেষে কার্যক্রমে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং সেশনটি সমাপ্ত করুন।



সেশন ৫২

## বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সহাবস্থান

### প্রস্তুতি

দলগতভাবে চিরকুটের খেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

### বাস্তবায়ন

#### শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

#### চিরকুটের খেলা

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের আলোকে কয়েকটি দলে ভাগ করুন। তাদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি দলের জন্য একজন করে দলনেতা নির্বাচন করতে বলুন। চিরকুটের খেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও খেলার কাজে ব্যবহৃত উপকরণ সরবরাহ করুন।

চারটি প্রশ্ন প্রস্তুত করে চিরকুটে লিখে রাখুন। প্রশ্নগুলো এইরূপ হতে পারে-

১. ধর্মীয় উৎসবে লোকেরা কী কী করে?
২. আমাদের সমাজে ধর্মীয় উৎসবের গুরুত্ব কী?
৩. ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে লোকদের একত্রিত করে?
৪. মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় উৎসবগুলোর ভূমিকা কী?

শিক্ষার্থীদের দলে বসে চিরকুটের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার শেষে দলনেতাগণকে প্রশ্নগুলোর উত্তর পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের সামনে ঝুলিয়ে রাখতে বলুন। প্রতিটি দলের সদস্যদেরকে অন্যদলের লেখা পড়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিজের নোট বুক লিখে রাখতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট বুকে আন্তরিকভাবে লিখে রাখার জন্য প্রশংসা করুন।

#### পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে এবং এককভাবে পরিবারের সহায়তায় কাজটি করতে এবং উপস্থাপন করতে পেরেছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জানান।

#### শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করুন।





সেশন ৫৩

## সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি

### প্রভুতি

প্রিয় শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল ও শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহে রাখুন।

### বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তারা কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করুন। একজন শিক্ষার্থীকে ছোটো একটি শুরুর প্রার্থনা করতে বলুন।

### পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

এ সেশনে সঙ্কেয়ের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি পড়তে চ্যালেঞ্জ থাকে তবে পড়ে শোনাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন।

### সঙ্কেয়ের মন পরিবর্তন

লুক ১৯:১-১০

‘যীশু যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সঙ্কেয় নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান কর-আদায়কারী এবং একজন ধনী লোক। যীশু কে, তা তিনি দেখতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেটে ছিলেন বলে ভিড়ের জন্য তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি যীশুকে দেখবার জন্য সামনে দৌড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছে উঠলেন, কারণ যীশু সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। যীশু সেই ডুমুর গাছের কাছে এসে উপরের দিকে তাকালেন এবং সঙ্কেয়কে বললেন, “সঙ্কেয়, তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ তোমার বাড়ীতে আমাকে থাকতে হবে।” সঙ্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে আসলেন এবং আনন্দের সংগে যীশুকে গ্রহণ করলেন। এ দেখে সবাই বকবক করে বলল, “উনি একজন পাপী লোকের অতিথি হতে গেলেন। সঙ্কেয় সেখানে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললেন, “প্রভু, আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের দিয়ে দিচ্ছি এবং যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি। তখন যীশু বললেন, “এই বাড়ীতে আজ পাপ থেকে উদ্ধার আসল, কারণ এও তো অব্রাহামের বংশের একজন। যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ করতে ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন।’

## সহজ করে বলুন

যীশু খ্রীষ্ট সকল শ্রেণির লোকদের সংগে ওঠাবসা, চলাফেরা ও খাওয়া দাওয়া করতেন। সকলের সাথে সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করতেন। তিনি সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণির মানুষদের সংগে মিশতেন, সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। যীশুর সময় ইস্রায়েল ও যীহুদিদের মধ্যে অনেক গোত্র ও শ্রেণি পেশার লোক ছিল। এক শ্রেণির লোকেরা অন্য শ্রেণির লোকদের পছন্দ করতেন না এবং তাদের মাঝে কোনো সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল না।

সক্কেয় পেশায় একজন করগ্রাহী ছিলেন। তাই ফরিশী ও অন্যান্য লোকেরা তাকে পাপী হিসেবে বিবেচনা করতেন। এ কারণে তার সংগে মেলামেশা, চলাফেরা ও খাওয়া দাওয়া করতেন না। যীশু খ্রীষ্ট সক্কেয়র সংগে দেখা করলেন, তার বাসায় খাওয়া দাওয়া করলেন। সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সক্কেয়র বাসায় যাওয়ায় লোকেরা যীশুর সমালোচনা করছিলেন এবং বলেছিলেন “উনি একজন পাপী লোকের অতিথি হতে গেলেন” (১৯:৭ পদ)। কিন্তু যীশুর সম্প্রীতি দেখে সক্কেয়র মন পরিবর্তন হলো। তিনি দাঁড়িয়ে প্রভু যীশুর সামনে পাপ স্বীকার করলেন, তার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের দিলেন এবং যাদের ঠকিয়েছিলেন তাদের চারগুণ ফিরিয়ে দিলেন। সক্কেয় অনন্ত জীবন পেলেন এবং অন্যান্য লোকদের সাথে তার সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেলো যীশুর মাধ্যমে।

## বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থী কতটা মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি শুনছে এবং বুঝেছে তা একটি বাড়ির কাজের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করুন। বাইবেলে পঠিত অংশে উল্লেখিত ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর তুলনামূলক একটি তালিকা প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী সেশনে জমা দিতে বলুন।

## শেষ

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করুন।



সেশন ৫৪

## মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা

## প্রভুতি

প্রিয় শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল ও শিশুতোষ বাইবেল সংগ্রহে রাখুন। এই সেশনের শেষে বিভিন্ন ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

## বাস্তবায়ন

### শুরু

শিক্ষার্থীদের পাশের বন্ধুর সাথে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে উৎসাহ দিন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন। বাইবেলের নির্ধারিত অংশটুকু শিক্ষার্থীদের তিন বার পড়তে বলুন। এবার আপনি অংশটুকু একবার পড়ুন এবং ব্যাখ্যা করুন।

## সমস্ত লোকের প্রতি ঈশ্বরের এবং যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা

যোহন ৩:১৬

“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেন যে, তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”

১ যোহন ৩:১৬

“খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, তাই ভালোবাসা কি তা আমরা জানতে পেরেছি। তাহলে ভাইদের জন্য নিজের প্রাণ দেয়া আমাদের উচিত।”

### ব্যাখ্যা

ঈশ্বর সকল মানুষকে ভালোবাসেন। ঈশ্বরের অনেকগুলো নামের মধ্যে একটি নাম হলো ভালোবাসা। ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীর সকল মানুষ যেন পরিদ্রাণ পায়। কেউ যেনো বিনষ্ট না হয়। এ জন্য ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন, যেনো পুত্রকে বিশ্বাস করে সকলে জীবন পায়। যীশু খ্রীষ্টকে এ পৃথিবীতে পাঠানোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে ভালোবেসে ক্রুশে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর ভালোবাসা বুঝতে পারি। তাঁকে বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পেতে পারি। যীশু আমাদেরকে শুধু জীবন দিতেই নয়, পরিপূর্ণ জীবন দিতে এসেছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট চান যেনো আমরাও একজন অন্যজনকে ভালোবাসি। আমরা অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের শিষ্য হতে পারি। যীশু আমাদের ভালোবেসেছেন এবং অন্যদের ভালোবাসতে বলেছেন। অন্যদের ভালোবাসা মানে যীশুকেই ভালোবাসা। অন্যের সেবা করা মানে যীশুরই সেবা করা। আমরা যখন ক্ষুধার্তকে খাবার দেই, তৃষ্ণার্তকে পানি দেই, বস্ত্রহীনকে কাপড় দেই, গৃহহীনকে আশ্রয় দেই, অসহায়কে সাহায্য করি, অসুস্থ লোকের সেবা করি, বন্দিকে দেখতে যাই এবং অতিথির সেবা করি, তখন আমরা যীশুরই সেবা করি।

## শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

প্রেরিত ২:১৬-২১

“এটা সেই ঘটনার মত যার কথা ভাববাদী যোয়েল বলেছিলেন যে, ঈশ্বর বলেছেন, ১৭ শেষকালে সব লোকের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব; তাতে তোমাদের ছেলেরা ও মেয়েরা ভাববাদী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে। তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে, তোমাদের বুড়ো লোকেরা স্বপ্ন দেখবে। ১৮ এমন কি, সেই সময়ে আমার দাস দাসীদের উপরে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাদী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবে।”

### ব্যাখ্যা

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত সময়কে শেষ কাল বলা হয়। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন থেকে অনন্তকাল শুরু হবে। আমরা এখন শেষকালে আছি। ঈশ্বর এ শেষকালে সকল বয়সের এবং শ্রেণির লোকদের মধ্যে তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন। তিনি ছেলে, মেয়ে, যুবক, যুবতী, বুড়ো, বুড়ি, দাস, এবং দাসী সকলের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন যেনো সকলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকতে পারে। তারা বিভিন্ন কাজ করলেও, ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় একসাথে মিলেমিশে কাজ করবে। ঈশ্বর চান যেনো আমরা সকলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকি। তিনি চান যেনো আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করি এবং যতদূর সম্ভব আমরা যেনো সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকি। কারণ সকলের সংগে শান্তিতে সহাবস্থানে থাকা আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ জন্য আমাদের ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে।

খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, হোস্টেল ও অনাথ আশ্রম আছে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একসঙ্গে অবস্থান করছে। তারা সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নিজেদের উন্নয়ন করছে।

## পরমতসহিষ্ণুতা

১ পিতর ৩:১৫-১৬

“যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক। কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সংবিবেক রক্ষা কর, যেন যাহারা তোমাদের খ্রীষ্টগত সদারণের দুর্নাম করে, তাহারা তোমাদের পরিবাদ করণ বিষয়ে লজ্জা পায়।”

১ পিতর ২:১৭

“সব লোককে সম্মান কর, তোমাদের বিশ্বাসী ভাইদের ভালবাস, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, সম্রাটকে সম্মান কর।”

### ব্যাখ্যা

পরমতসহিষ্ণুতা খ্রীষ্টিয় শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যের মতামত শোনা এবং সম্মান করা প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর জন্য পালনীয়। এই জন্য যতদূর সুযোগ থাকে আমরা যেন অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, পরস্পরের সাথে শান্তি রক্ষা করি এবং নম্রভাবে অন্যদের সাথে কথাবলি। যখন কেউ আমাদের বিশ্বাসের বিষয় জিজ্ঞেস করে, আমরা যেন নম্রভাবে, মৃদুভাবে, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করি। অন্যে দুঃখ পায় এমনভাবে আঘাত করে যেনো কারো সাথে কথা না বলি। আমাদের আচরণে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

## অন্যান্য ধর্মের আলোকে পরমতসহিষ্ণুতার ধারণা

### ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমত সহিষ্ণুতা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কথা, কাজ বা ব্যবহারে কোনো রকম ক্রোধান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করাই পরমতসহিষ্ণুতা।

মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্রের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা অন্যতম। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রকে আরো উজ্জ্বল করেছে। মহানবি (সা.) ও খলিফাগণ অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সহিষ্ণুতা গুণটি অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মহানবি (সা.) -এর পরমতসহিষ্ণুতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। যেমন: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির শুরুর কুরাইশ প্রতিনিধি ‘রাসুলুল্লাহ’ লিখতে আপত্তি জানায়। সাহাবিগণ কিছুতেই এই প্রস্তাব মানছিলেন না। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কলম দিয়ে ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দটি কেটে দিলেন। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। তিনি পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য নিজের মত বা বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে”? (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্কে প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ কারণে ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত :৮)। তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সমালোচনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান উচিত নয়।

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে বর্ণিত মূসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও কোমল আচরণের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে। অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোনো উগ্র মতামত ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য সমর্থন করে না। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে মানার পাশাপাশি অন্যকে ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেয়াই ইসলামের শিক্ষা।

## হিন্দুধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতার মানে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কেবল নিজের মত প্রকাশ নয়, অপরকেও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া। পরমতসহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের অঙ্গ, একই সঙ্গে ধর্মেরও অঙ্গ। হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা বলে। ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সকলে পাশাপাশি চলতে পারার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মই পরমতসহিষ্ণু হওয়ার ওপরে জোর দেয়।

হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় চর্চাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাদরে গ্রহণ করে। এই ধর্মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয় ঘটেছে। শিব মহি্ম স্তোত্রে বলা হয়েছে— বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

ঋকবেদের শ্লোকে রয়েছে (১০.১৯১.২-৪) হে মানব, তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলে আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। তোমাদের পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরকম কর্তব্য পালন করেছে, তোমরাও তেমনটাই করো। তোমাদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মনসহ চিত্ত এক হোক। তোমাদের সকলকে আমি একই সাম্যের মন্ত্র এবং খাদ্য ও পানীয় দিয়েছি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের আকৃতি এক হোক, হৃদয় এক হোক। মন এক হোক, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

শ্রীমন্তগবদ্বীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে যেভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি। মানুষেরা সর্ব প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের বক্তারা শ্রোতাদের প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে ‘ভ্রাতা ও ভগিনী’ বলে সম্বোধন করেন। অজানা-অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক— ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।”

সকলের আত্মা সেই এক পরমাঙ্গার অংশ। কালের নিয়মে সকলের আত্মাই এক পরমাঙ্গায় মিশে যাবে। আমাদের ইহজাগতিক জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মতভেদ— সমস্তই অসহিষ্ণুতার ফল। পরমতসহিষ্ণুতাই পারে এইসব ভেদচিহ্ন মুছে দিতে। যে-কোনো ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী মানুষের প্রধানতম গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা।

শাস্ত্র অনুসারে, হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা এবং সত্যপ্রিয় হওয়া— এই পাঁচটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। অহিংস আচরণ করবার জন্য অবশ্যই পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। মনুসংহিতায়ও সহিষ্ণু হতে বলা হয়েছে; (৬/৯২) সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধহীনতা— ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার নীতিগুলি প্রয়োগ করা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতিবেশী, সহপাঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা আমার চেয়ে আলাদা হলেও তাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানবার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।



## বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। সে সময় জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রেণি বিভাজনের প্রকোপ ছিল সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে প্রাচীন কুসংস্কার গৌতমবুদ্ধকে স্পর্শ করেনি। তথাগত বুদ্ধ প্রচার করলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে। জন্ম দিয়ে মানুষের শ্রেণি বিভাজন হয় না। যেকোনো ব্যক্তি সম্প্রদায় হিসেবে ভিন্ন মতাদর্শের হলেও মানুষ হিসেবে সকলেই অখ- মানব সমাজের উপাদান। সে অর্থে মানুষ পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র ইত্যাদি ব্যক্তিকে নিদিষ্টকরণের পরিচায়ক শব্দমাত্র। তথাগত বুদ্ধ কখনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কোনো বাণী প্রদান করেননি। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বার কল্যাণেই তাঁর বাণী প্রদান করেছেন। তাঁর এই সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি আত্মসচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আত্মপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কথা বলেছেন। বিবেক জাগ্রত করার কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নিজের করণীয় বা আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবে। পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সম্মানবোধ সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। মানুষে মানুষে এই অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্কই সৌহার্দ্য। এরকম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভূতির আগ্রহবোধ জাগ্রত হয় সেটিই হলো সহমর্মিতা। পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে এরূপ চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। এই চর্চা হবে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করবে। এর জন্য মানুষের সং ও ন্যায় পরায়ণ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরমতসহিষ্ণু হওয়াও একান্ত আবশ্যিক। পরমতসহিষ্ণুতা হলো অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে বিবেচনা করা। মানব জীবনে এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা এবং পর-মতসহিষ্ণুতার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় বাষট্টি প্রকার ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। সেই ধর্মমতের অনেকগুলোর অনুসরণকারী ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক মানুষ। সেই ধর্মমত প্রচলনকারীদের সাথে বুদ্ধের অবাধ মেলামেশা ছিল। বুদ্ধ কোনো ধর্মীয় মত ও পথকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বরং তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, “এসো, দেখ, উপলব্ধি করো, স্বীয় জ্ঞানে বিশ্লেষণ করো, প্রয়োজন মনে হলে গ্রহণ করো।” সেজন্য বুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বীয় চেতনাকে জাগরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ নয়, আপন কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে। কোনো ধর্মমত খারাপ বা ভাল এই মন্তব্য তিনি করেননি। এমনকি তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শনের প্রতিও তিনি কাউকে গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করেননি। তিনি শুধু বলেছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তর চৈতন্যে জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করতে। যার মাধ্যমে মানুষ কর্মে ও চিন্তায় সত্য, সুন্দর ও নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ, কে কোন ধর্ম মতের অনুসারী সেটি বড় কথা নয়, নিজের চেতনা ও কর্মকে আদর্শবান ও নৈতিককতা সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যিক। এভাবে তিনি সকল প্রকার মতাদর্শের সাথে তাঁর চিন্তার সমন্বয় করতেন। সে কারণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর ধর্মাদর্শে স্থান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পর শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা ছাড়া সর্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে না। আবার এই বোধ বিহীন পরিবার, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিময় পারবেশ সৃষ্টি হয় না। তাই মানুষের জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেই কারণে বলা যায়, মানুষের জীবনে পরিবার, সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার প্রয়োজন অপরিসীম।

সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বোধ মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা ছাড়া পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনা। তাই তথাগত বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মৈত্রী ও সন্তোষ

বজায় রাখার কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে উদারতার সৃষ্টি হয় এবং সংকীর্ণতাশূন্য হয়। আমাদের জীবনে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বা স্যোহার্যবোধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই সৌহার্য ও সহমর্মিতাবোধের কারণেই মানুষের অন্তর হতে বৈরী ও ঈর্ষাভাব দূর হয়। মনে বিরোধ চেতনার পরিবর্তে সম্প্রীতির জাগরণ হয়। অন্তর হতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত মানুষের অন্তর জগত। মানুষ পরিচিত হবে তার আপন কর্ম ও আচরণের ভিত্তিতে। জন্ম ও কোনো প্রথার ভিত্তিতে নয়। কর্ম ও অনুশীলিত আচরণই হলো ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়।

পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। তাই আন্তঃসামাজিক ও আন্তঃসম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বৃহত্তর লক্ষ্যে এর অনুশীলন আমাদের করা উচিত।

## তালিকা তৈরি

শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্য বাইবেলের শিক্ষার আলোকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষেত্রে সকলের ভিন্ন ভিন্ন মতকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনাটি তৈরি হলে কীভাবে কাজটি করেছে সেই বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে একেএকজন উপস্থাপন করবে।

## শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন সমাপ্ত করুন।



সেশন ৫৫-৫৬

সম্প্রীতি মেলা

## প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান প্রধান, অষ্টম শ্রেণির সকল ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে মেলার জন্য একটি দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করুন। মেলা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, আসবাবপত্র, ব্যানার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখুন। লক্ষ্য রাখুন মেলার দিন ও সময় যেন মেলার দর্শক এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত হয়। মেলার স্থানটি যেন বড় ও খোলামেলা হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টল তৈরি করতে পারে; সকলে শান্তিতে মেলা উপভোগ করতে পারেন।



## নির্দেশনা

মেলায় কয়টি স্টল বসবে, স্টলগুলোতে কী কী থাকবে সেই বিষয় আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের একটি পরিকল্পনা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদেরকে বলুন যে মেলা থেকে অর্জিত অর্থ প্রতিষ্ঠানের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার খরচ হিসেবে সহযোগিতা করা হবে। তাছাড়া, অবশিষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ রোপণের জন্য ব্যয় করা হবে।

## আমন্ত্রণ পত্র

শিক্ষার্থীদের একটি আমন্ত্রণ পত্র তৈরি করতে বলুন। এই বইয়ের পরিশিষ্টে আমন্ত্রণ পত্রের একটি নমুনা দেয়া আছে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে সাহায্য নিতে পারে। শিক্ষার্থীর মা-বাবা, অভিভাবক, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের জানান যে তাদের মাতা-পিতা, অভিভাবক, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন নির্দিষ্ট দিনে মেলা উপভোগ করতে পারবেন। মেলায় প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষককে আমন্ত্রণ করুন।

## মেলার দিন

মেলা শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন কিনা তা জেনে নিন। যে সকল শিক্ষার্থী মেলার আয়োজন করছে তারা উপস্থিত হয়েছে কি না জেনে নিন। মেলার উপকরণ, সাজসজ্জা, আমন্ত্রিত অতিথিদের আসনব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ঠিক আছে কি না নিশ্চিত হোন।

মেলার শুরুতে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন। আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য দিন। নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের মেলা পরিচালানার দায়িত্ব দিন। প্রধান অতিথিকে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য আহবান করুন। আপনি শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করুন যেন তারা মানসিক শক্তি পেতে পারে। লক্ষ্য রাখুন, কোনো শিক্ষার্থী ভীতি অনুভব করছে কি না অথবা অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার প্রকাশ করছে কি না। মেলা দেখার সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহমূলক কথা বলুন। দর্শকরা যেন শৃঙ্খলার সাথে মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

## মেলা শেষে

মেলা আয়োজনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের, আগত অতিথি, মা-বাবা, অভিভাবকগণকে ধন্যবাদ জানান। সকলের উদ্দেশ্যে বলুন যে খ্রীষ্ট ধর্মে পবিত্র বাইবেলে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের থাকার কথা বলা হয়েছে যা আমরা এই মেলার মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

## দেয়ালিকা তৈরি ও উপস্থাপন

বাইবেলের শিক্ষা এবং সম্প্রীতি মেলার আলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা কীভাবে পরমতসহিষ্ণু হতে পারে সেগুলোর সমন্বয়ে দলগতভাবে একটি দেয়ালিকা তৈরি করতে বলুন। দেয়ালিকাটি তৈরি করার জন্য বাড়ি থেকে মনীষীদের উক্তি, কবিতা, গল্প এবং স্বরচিত গল্প ও কবিতা প্রস্তুত করে আনতে বলুন। দেয়ালিকাটি তৈরি হলে শ্রেণিকক্ষে তা উপস্থাপন করবে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করুন।

## খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্যে রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট/ক্রাইস্ ট)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টধর্ম	Christianity (ক্রিসটিয়ানিটি/ ক্রিস্টিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্ চান্/ক্রিশ্চিয়ান/ক্রিস্ টিয়ান্)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দাযুদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/ জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্/যেরুশালেম)
যিহুদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লুক	লুক	Luke (লুক্)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান্/সাম্যারিটান্)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)



# পরিশিষ্ট ১

আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/Checklist

অংশগ্রহণ Rubric

উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/Checklist





অর্পিত কাজ Rubric

## আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা / Checklist

শিক্ষার্থীর নাম: \_\_\_\_\_ তারিখ: \_\_\_\_\_

শিক্ষকের নাম: \_\_\_\_\_ সময়: \_\_\_\_\_

শিক্ষার্থীর আচরণ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
মনোযোগী				
জানতে আগ্রহী				
স্বনির্ভরশীল				

শিক্ষার্থীর আচরণ				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
বিঘ্ন ঘটায় না				
স্বতঃস্ফূর্ত এবং কৌতূহলী				
অপরকে মন থেকে সাহায্য করতে চায়				
অপরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে				
কোনো কাজে নেতৃত্ব দেয়				
কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে				
প্রয়োজনে সাহায্য চায়				
অনিরাপদ কাজ করে না				
নির্বাচন করতে দিলে করতে পারে				
শিক্ষকের নির্দেশনা মান্য করে				
সহপাঠীর সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				
গুরুজনের সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				

## অংশগ্রহণ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:

তারিখ:

শিক্ষকের নাম:

সময়:

বিষয়	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
শিক্ষার্থীর করা প্রশ্ন এবং প্রদানকৃত উত্তরের মান; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য	শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গভীর এবং তার যাপিত জীবনের অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থী প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত তথ্যের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের ভাবনাটি স্থাপন করতে পারে, প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পারে।	শিক্ষার্থী মূল বিষয়বস্তুর গভীরে যেয়ে তার সাপেক্ষে প্রশ্নটি করে, এবং উত্তর দিলেও একই রকম দক্ষতা দেখায়। প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহারে তার কিছুটা দখল আছে।	শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে। তবে তার ভাবনা এবং ভাষা সবসময় গভীর হয় না।	
শিক্ষার্থীর শ্রবণ	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শূনে, বুঝতে পারে, নিজের ভাবনার মাঝে তা সাজাতে পারে এবং আরও নূতন কিছু যোগ করতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শূনে, বুঝতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শূনে।	

## উপস্থাপন যাচাই-তালিকা / Checklist

শিক্ষার্থীর নাম: \_\_\_\_\_ তারিখ: \_\_\_\_\_

শিক্ষকের নাম: \_\_\_\_\_ সময়: \_\_\_\_\_

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
উপস্থাপন				
বাচনভঙ্গি				
কৌতুহল				
শ্রোতাদের সাথে eye contact				
উপস্থাপনের প্রস্তুতি				
উপস্থাপনের গতি				
অঙ্গভঙ্গি				
ছবি/অতিরিক্ত কোনো সামগ্রীর ব্যবহার				
উপস্থাপনে প্রদানকৃত তথ্য				
শুরুটা কেমন				
তথ্যের স্পষ্টতা এবং শুদ্ধতা				
তথ্যের বিন্যাস				
সময় ব্যবস্থাপনা				
শেষটা কেমন				
প্রশ্ন করা হলে সাড়া কেমন				

## অংশগ্রহণ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:

তারিখ:

শিক্ষকের নাম:

সময়:

বিষয়	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন				
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।	
কাজটির জন্য গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ	শিক্ষার্থী দুই বা ততোধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার সবগুলো সম্পূর্ণ সঠিক।	শিক্ষার্থী একটি বা দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার একটি সম্পূর্ণ সঠিক এবং অন্যটি আংশিকভাবে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কোন একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যা আংশিকভাবে সঠিক।		
সম্পাদিত কাজটির বিন্যাস কেমন	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তার বিন্যাস একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট যৌক্তিক এবং তা বেশ যত্নের সাথে সে করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা যৌক্তিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত নয়।		
কাজটির সম্পাদন এবং মৌলিকতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীল-তা দিয়ে কাজটি সে আরো সুন্দর করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা নয় কিন্তু নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীল-তা দিয়ে কাজটি করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা গতানুগতিক, যার মধ্যে নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা নেই বললেই চলে।		

কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন					
বিষয়	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।	
সম্পাদিত কাজটির নির্ভুলতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত বেশ খানিকটা সঠিক। সামান্য ভুল থাকতে পারে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্তের সামান্য কিছু অংশ নির্ভুল।		
সম্পাদিত কাজটির উপস্থাপনা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে সুন্দর ভাষাশৈলী ও সৃজনশী- লতা প্রকাশ পেয়েছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে কিন্তু তার মধ্যে ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা সাধারণ।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সে উদাসীন ছিল।		
দলগত কাজ হলে উপরের বিষয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নিচের বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করুন					
দলে শিক্ষার্থীটির অবদান	শিক্ষার্থী দলের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবাইকে সহযোগিতা করে কাজটি সুন্দর করতে ভূমিকা রেখেছে।	শিক্ষার্থী দলের কোন কোন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অন্যদের সহযোগিতা করতে উন্মুখ ছিল।	দলগত কাজে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুব কম।		
দলে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা	শিক্ষার্থী দলের সকল সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের বেশীর ভাগ সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের এক বা দুইজনের সাথে তথ্য বিনিময় করেছে এবং তাদের সহযোগিতা করেছে।		



## পরিশিষ্ট ২

Field Trip এর অনুমতি পত্র  
Field Trip নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা  
Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা  
আমন্ত্রণ পত্র

## Field Trip এর অনুমতি পত্র

প্রযোজ্য সকল অংশ শিক্ষক পূরণ করবেন

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক

আপনার শিশুটি একটি field trip-এ যাবে। নিচের তথ্যগুলো পড়ুন, “○” চিহ্ন দেওয়া অংশগুলো পূরণ করুন, এবং সবশেষে স্বাক্ষর দিন। এরপর এই অনুমতি পত্রের নিচের অংশটি কেটে \_\_\_\_\_ তারিখের মধ্যে ফেরত দিন।

### Field Trip এর তথ্য

তারিখ: \_\_\_\_\_

স্থান: \_\_\_\_\_

উদ্দেশ্য: \_\_\_\_\_

খরচ: ○○○○○○○○ পরিবহনের মাধ্যম: ○○○○/○○○○ আংশিক বহন ○○○○/○○○○  
○○○○ বহন ○○○○, ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ নগদ: \_\_\_\_\_

পরিবহনের মাধ্যম: \_\_\_\_\_

বিদ্যালয় থেকে প্রস্থানের সময়: \_\_\_\_\_ আগমনের সময়: \_\_\_\_\_

বিশেষ নির্দেশনা: ○○○○ অ্যালার্জি: ○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ ○○

আপনার কোনো বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: \_\_\_\_\_

উপরের অংশটুকু আপনি সংরক্ষণ করবেন



নিচের অংশটুকু স্বাক্ষর করে আপনার শিশুকে দিন তার শিক্ষককে জমা দেওয়ার জন্য

\_\_\_\_\_ -কে \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ এর উপর করা

\_\_\_\_\_ এ আয়োজিত \_\_\_\_\_ তারিখের

field trip-এ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলাম। প্রয়োজনে তাকে চিকিৎসা বা অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের অনুমতিও প্রদান করলাম। কোনো জরুরি অবস্থায় নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন:

নাম: \_\_\_\_\_ মোবাইল নম্বর: \_\_\_\_\_

বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

## Field Trip নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা

যোগাযোগ বিষয়ে		
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই field trip সম্বন্ধে অবহিত আছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা সম্বন্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (একাধিক ব্যক্তি) জানে কি?	হ্যাঁ	না
কোনো দায়িত্বশীল বাবা-মা/অভিভাবক বা এদের প্রতিনিধির সাথে যাত্রার পূর্বে কি যোগাযোগ করেছেন?	হ্যাঁ	না
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত অনুমতি পত্র নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip-এর যাত্রা শুরুর স্থান ও সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে জানানো হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
এই field trip-এ শেষ হওয়ার সময় কি সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার পরে হলে সে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বিশেষভাবে অবগত কি?	হ্যাঁ	না
যাত্রা বিষয়ে		
কীভাবে যাবেন?	হ্যাঁ	না
যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যানবাহনে পর্যাপ্ত আসন আছে কি?	হ্যাঁ	না
চালকের driving licence কি হালনাগাদ?	হ্যাঁ	না
যাত্রার পথ কি খুব অভিজ্ঞ চালক দাবি করে?	হ্যাঁ	না
শৃঙ্খলা বিষয়ে		
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে তাদের নাম এবং ঠিকানা সম্বলিত কোনো কাগজ যেমন ID card আছে কি না নিশ্চিত করেছেন?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক দলপ্রধান নির্বাচন করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের দলপ্রধানদের শিক্ষার্থী গণনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
স্বাস্থ্য বিষয়ে		
শিক্ষার্থীকে আবহাওয়া উপযোগী পোশাক যেমন শীতের পোশাক পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীকে স্থান উপযোগী জুতা পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত masks এবং sanitizer নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
একটি first aid kit নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খাদ্য সরবরাহ করা হলে) শিক্ষার্থীদের খাদ্যজনিত অসুস্থতার বিষয়ে ভেবেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে শৌচাগারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ চিকিৎসালয় আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ সদর হাসপাতাল আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থীর জন্য কি বিশেষ পরিচর্যা বা সহায়তার প্রয়োজন আছে?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থীর অ্যালার্জি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
নিরাপত্তা বিষয়ে		
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কী কোনো ধরনের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে?	হ্যাঁ	না
○ পানিঘটিত বিপদ যেমন ডুবে যাওয়া		
○ স্থলে ঘটিত বিপদ যেমন আঘাত পাওয়া		
○ দংশন বা কামড় যেমন সাপের কামড়		
○ উষ্ণতাজনিত বিপদ যেমন রোদে পোড়া		
○ বৃষ্টিজনিত সমস্যা		
○ ঠান্ডাজনিত বিপদ		
○ আগুনঘটিত বিপদ		
○ বিদ্যুৎঘটিত বিপদ		
○ অন্য কোনো বিপদ		
○ যানবাহনজনিত দুর্ঘটনা		
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ থানা আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ		
যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন জরুরী যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে (যেমন অতিরিক্ত মোবাইল) ফোন কি রেখেছেন?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন মোবাইল ফোন charge-এর জন্য বিকল্প উৎস যেমন power bank নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে প্রাথমিকভাবে কোথায় অবস্থান করবেন তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ কোনো শিক্ষার্থী হারিয়ে গেলে কোথায় অপেক্ষা করবে সে জন্য কোনো শনাক্তযোগ্য জায়গা ঠিক করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
সে শনাক্তযোগ্য জায়গা বা জায়গাগুলো শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে চিনেছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ শিক্ষার্থীরা কী কী activity করবে তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
এই activity-সমূহে সকল প্রকার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারছে কি (যেমন যে শিক্ষার্থী দেখতে পায় না, সে কীভাবে activity-তে অংশগ্রহণ করবে তা ভেবেছেন কি?)	হ্যাঁ	না
নির্দিষ্ট খাবারের বাইরে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত হালকা খাবার নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
পর্যাপ্ত পানি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থী কী কী বহন করতে পারবে বা পারবে না (যেমন মোবাইল ফোন বহন করতে পারবে না) সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যদি field trip চলাকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের কয়বার এবং কখন খাবার দিবেন তা জানিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থী field trip শেষে কি বিদ্যালয়ে ফিরবে না বাসায় ফিরবে সে সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
ফেরার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর বিষয়ে		
হাইল চেয়ার ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শুনতে বা বলতে যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
দৃষ্টিসংক্রান্ত যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
অন্য বা বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না

## Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা

Online/audiovisual materials চালানোর বিষয়ে		
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য computer আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য projector এবং projection screen আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য sound system আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য আপনার বিদ্যালয় প্রদত্ত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য আপনার ব্যক্তিগত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর জন্য Wi-Fi বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি?	হ্যাঁ	না
সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহের তার (cable) বা অন্য প্রয়োজ্য যন্ত্রাংশ available বা ঠিক আছে কি না দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর পূর্বে সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/audiovisual materials চালানোর পূর্বে sound system সচল আছে কি না দেখে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবেচনার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যালয়ে online/audiovisual materials এবং internet এর কার্যাদি সম্বন্ধে পারদর্শী কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
YouTube বা online video বিষয়ে		
YouTube বা online video-সমূহের সংরক্ষণকৃত link অনেক ক্ষেত্রে down থাকতে পারে বা ব্যবহার করা না যেতে পারে, সে বিষয়ে অবগত আছেন কি?	হ্যাঁ	না
YouTube বা online video চালানোর পূর্বে link-টি সচল আছে কি না দেখে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে YouTube বা online video-টি চালাতে চাচ্ছেন তা আপনি নিজে সম্পূর্ণ দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে YouTube বা online video-টি চালাতে চাচ্ছেন তাতে কোনো অশোভন কিছু আছে কি না তা নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
QR code বিষয়ে		
QR code বিষয়ে আপনার ধারণা আছে কি?	হ্যাঁ	না
QR code আপনি পূর্বে ব্যবহার করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
আপনার মোবাইল ফোন কি সরাসরি QR code পড়তে পারে?	হ্যাঁ	না
QR code সরাসরি পড়তে না পারলে, আপনার মোবাইল ফোনে বিশেষ app যেমন QR and Barcode Scanner app-টি install করা আছে কি?	হ্যাঁ	না

## আমন্ত্রণ পত্র

প্রযোজ্য সকল অংশ শিক্ষক পূরণ করবেন।

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক

তারিখ, সময় এবং স্থান

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

আপনি/আপনারা এ অনুষ্ঠানে সাদরে আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে

শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ

বিদ্যালয়ের নাম

বিদ্যালয়ের ঠিকানা

## সমাপ্ত



### রোগ প্রতিরোধে সুস্বাদু খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার  
আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুস্বাদু খাদ্য।



# ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ অষ্টম শ্রেণি শিক্ষক সহায়িকা খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

অন্তরে যারা পবিত্র— ধন্য তারা  
— বাইবেল

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো  
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য